মদের আহকাম ও মদের বিভিন্ন ক্ষতির বর্ণনা সম্বলিত শিক্ষণীয় বয়ান

নষ্টের মূল

- আল্লাহ তায়ালার বিধানের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ
- মদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়া ৪টি আয়াতে মোবারাকা
- মদের ক্ষতি
- মদ এবং মৃত্যু
- মদ পানের দশটি মন্দ অভ্যাস
- মদ্যপায়ীর শাস্তি
- মদ্যপায়ীর হেদায়ত প্রাপ্তির কারণ

উপস্থাপনায়: মারকাযি মজলিশে শূরা
(দা'ওয়াতে ইসলামী)

মদের বিধান এবং এর ক্ষতিরক দিক সম্বলিত শিক্ষণীয় বয়ান

উপস্থাপনায়

মারকাযী মজলিশে শূরা

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللہ

কিতাবের নাম : **নষ্টের মূল**

উপস্থাপনায় : **মারকাযি মজলিশে শূরা** (দা'ওয়াতে ইসলামী)

প্রকাশকাল : মুহার্‌রম ১৪৪১ হিজরী। সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং।

প্রকাশনায় : **মাকতাবাতুল মদীনা (বাংলাদেশ)**

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফোন: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
ফোন: ০১৭২২৬৩৪৩৬২

Email:- bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com
Web: www.dawateislami.net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। اِنْ شَآءَاللّٰه জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই কিতাবটি পাঠ করার ১৪টি নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম। (মু'জামুল কবীর, ৬/১৮৫, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দুইটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

(১) প্রতিবার হামদ ও (২) সালাত এবং (৩) তাউজ ও (৪) তাসমিয়ার মাধ্যমে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠারই উপরে প্রদত্ত আরবী ইবারত পড়ে নিলে উপরোক্ত চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (৫) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এই কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। (৬) যথাসম্ভব তা অযু সহকারে এবং (৭) কিবলামুখী হয়ে অধ্যয়ন করবো। (৮) কোরআনের আয়াত এবং (৯) হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো। (১০) যেখানে যেখানে **আল্লাহ পাকের** পবিত্র নাম আসবে সেখানে عَزَّوَجَلَّ এবং (১১) যেখানে যেখানে **প্রিয় নবী**র নাম মোবারাক আসবে সেখানে صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পড়বো। (১২) এই হাদীসে পাক "تَهَادَوْا تَحَابُّوْا" একে অপরকে উপহার দাও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২/৪০৭, হাদীস নং- ১৭৩১) এর উপর আমলের নিয়্যতে (একটি বা সামর্থ্য অনুযায়ী) এই কিতাব ক্রয় করে অপরকে উপহার দিবো। (১৩) শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবো। (১৪) কিতাবে কোন শরয়ী ভূলত্রুটি পাওয়া গেলে তা প্রকাশককে লিখিতভভাবে জানাবো। اِنْ شَآءَ الله (লিখক ও প্রকাশককে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বললে কোন উপকার হয়না)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৭	মুসলিম ও অমুসলিমে মাঝে পার্থক্য	৩২
নষ্টের মূল	৮	মদের বিভিন্ন ক্ষতি	৩৩
বোতলে মদ ছিলো নাকি সিরকা?	১০	মদের অর্থনৈতিক বিভিন্ন ক্ষতি	৩৩
সৃষ্টির প্রতি ভয়	১০	চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মদের ক্ষতি	৩৪
মদ্যপানের আসর	১২	মদের চারিত্রিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষতি	৩৬
আল্লাহ পাকের বিধানের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ	১৩	মদ্যপায়ীদের নিকট আপন-পর ভেদাভেদ থাকে না	৩৬
একটি গুনাহে দশটি দোষ	১৫	মদ্যপায়ী ও তার বংশধর	৩৭
মদ কাকে বলে?	১৬	মদ্যপায়ীদের এড়িয়ে চলার নির্দেশ	৩৮
খমরকে খমর বলার কারণ	১৭	শাহজাদায়ে রাসূল প্রদত্ত মাদানী ফুল	৩৯
মদের বিধান	১৭	মদ ও শয়তান	৪১
মদের উপার্জনের বিধান	১৮	মদ্যপায়ীদের শয়তান	৪২
মদ হারাম, কম হোক বা বেশি	১৮	মদ ও বিবেক	৪২
মদ সম্পর্কে শরীয়াতের ৮টি বিধান	২০	প্রস্রাব দিয়ে অযু করা মদ্যপায়ী	৪৩
		মদ্যপায়ীর শেষ না হওয়া লোভ	৪৩
মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে আল্লামা শামীর দশটি দলিল	২১	সবচেয়ে বড় গুনাহ	৪৪
		অন্ধ মদ্যপায়ী	৪৫
মদ কখন হারাম হয়	২২	মদ এবং মৃত্যু	৪৫
মদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়া ৪টি আয়াতে মোবারাকা	২২	মদের উপর নিষেধাজ্ঞা লাগানোর চেষ্টা	৪৬
		মদ্যপায়ী ও তার ঈমান	৪৭
পর্যায়ক্রমে হারাম করার রহস্য	২৫	মদ্যপায়ীর ঈমান সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী	৪৮
প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ	২৬		
আলা হযরতের আব্বাজান মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর মদ সম্পর্কীত শিক্ষণীয় মাদানী ফুল:	২৬	উদাসিন মদ্যপায়ীদের পরিণতি	৪৯
		ঔষধ হিসাবে মদপান	৫০
		মদের কারণে ঈমান থেকে বঞ্চিত	৫১
شراب ও سراب এ মাঝে পার্থক্য:	২৭	গাধাকে ঘোড়া বানানোর চেষ্টা	৫২
হারাম ঘোষণার বাস্তবায়ন	২৮	মদ পানের দশটি মন্দ অভ্যাস	৫৩
সাহাবায়ে কিরামের আমল	৩০	মদ্যপায়ীর উপর অভিশাপ	৫৫

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মদের ফোঁটাকেও ঘৃণা	৫৫	মদ্যপায়ীর শাস্তির ভয়ানক দৃশ্য	৬৭
এক ঢোঁক মদের শাস্তি	৫৫	মদ্যপায়ী ও জান্নাতী শরাব	৭০
মদ্যপায়ীর উপর আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি	৫৬	মদ্যপায়ী ও জান্নাতের সুগন্ধ	৭০
		তাওবা করে নাও, আল্লাহর দয়া নেক বড়	৭২
মদ্যপায়ী ও তার নামায	৫৭	তাওবার দরজা	৭২
মুসলমানদের পতনের ১৫টি কারণ	৫৯	মদ্যপায়ী আল্লাহর অলী হয়ে গেলো	৭২
আযাবের বিভিন্ন ধরন	৬০	আদবওয়ালা ভাগ্যবান, বেয়াদব দুর্ভাগা	৭৪
মদ্যপায়ীর শাস্তি	৬১	মদ্যপায়ীর ক্ষমা হয়ে গেলো	৭৫
মদ্যপায়ীর দুনিয়ার শাস্তি	৬১	ভয়ানক কবর সমূহ	৭৬
মদ্যপায়ীর কবরের শাস্তি	৬২	মদ্যপায়ীর পরিণতি	৭৭
মৃত মহিলা কাফন চোরকে থাপ্পড় মারলো	৬৩	শুকরের মতো মৃত	৭৭
		আগুনের পেরেক	৭৭
শিশু বৃদ্ধ হয়ে গেলো	৬৪	আগুনের ছোবলে	৭৮
জাহান্নামের গর্দান	৬৪	যৌবনে তাওবার পুরস্কার	৭৮
কিয়ামতের ময়দানে মদ্যপায়ীর ৫টি শাস্তি	৬৫	মদ্যপায়ীর হেদায়ত প্রাপ্তির কারণ	৭৮
		আমরা কেন চিন্তিত	৮১
কিয়ামতের দিন মদ্যপায়ীদের আকৃতি	৬৫	নামাযের বরকত	৮১
মৃতের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধময়	৬৬	বে-নামাযীর করুণ পরিণতি	৮২
লোহার দন্ড দিয়ে সম্ভাষণ	৬৬	মদ্যপায়ী কীভাবে মুবাল্লিগ হলো?	৮৩

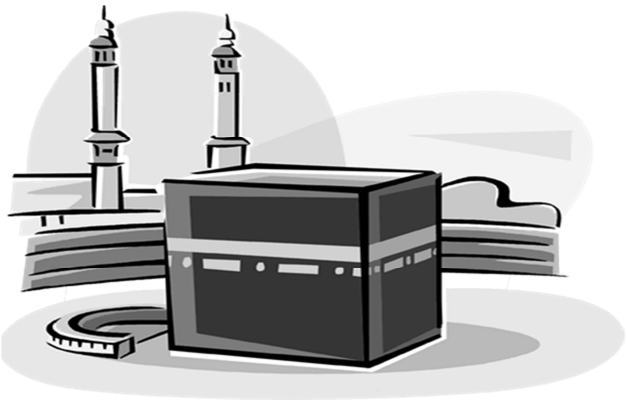

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দরূদ শরীফের ফযীলত

এক সূফী বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি মিশতাহ নামক এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "**আল্লাহ পাক** তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন?" বললো: "**আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: "একবার আমি একজন হাদীসে পাকের অনেক বড় আলিমকে আরয করলাম যে, আমাকে কোন হাদীসে পাক সনদসহ লিখে দিন। অতএব হাদীসে পাক লিখার সময় যখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মোবারক আসলো তখন মুহাদ্দীস সাহেব দরূদ শরীফ পাঠ করলো, তাঁকে দেখে আমিও উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করলাম, যখন সেখানে বসা লোকেরা শুনলো তখন তারাও দরূদ শরীফ পাঠ করলো, যার বরকতে **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।"

(আল কুরবাতু লিইবনে বাশকুয়াল, ৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৩)

---

*... এই বয়ানটি দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ ও নিগরানে মারকাযি মজলিশে শূরা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফযযানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারী ২০০৯ ইং, ২৫ মুহররম ১৪৩০ হিজরীতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রদান করেন। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে উপস্থাপন করা হলো।

www.dawateislami.net

আমাল না দেখে ইয়ে দেখা মাহবুব কে কুচে কা হে গদা
মওলা নে মুঝে ইয়ুঁ বখশ দিয়া سُبْحٰنَ اللهِ سُبْحٰنَ اللهِ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! উচ্চস্বরে দরূদ ও সালাম পাঠ করার বরকতে ইজতিমার সকল সদস্যের ক্ষমা হয়ে গেলো, তবে নিয়্যত করে নিন যে, যখনই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাত ভরা ইজতিমা বা যেকোন দ্বীনি ইজতিমায় অংশগ্রহণ করবো আর সুযোগ হলে উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ করবো। اِنْ شَآءَ الله

নষ্টের মূল

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একদা খুতবা দিতে গিয়ে বলেন: **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **নষ্টের মূল** (অর্থাৎ মদ) থেকে বেঁচে থাকো কেননা তোমাদের পূর্বে একজন ব্যক্তি ছিলো, যে লোকজন থেকে দূরে থেকে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করতো, একজন মহিলা তার প্রেমে পড়ে গেলো এবং তার নিকট খাদিম বলে পাঠালো যে, সাক্ষ্য দেয়ার জন্য তোমাকে প্রয়োজন। অতএব সে সেখানে পৌঁছে গেলো এবং যে দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতো তা বন্ধ হয়ে যেতো, এক পর্যায়ে সে একজন খুবই সুন্দরী মহিলার নিকট গিয়ে পৌঁছলো, যার নিকট একজন ছেলে দাঁড়িয়ে ছিলো এবং সেখানে কাঁচের একটি বড় পাত্র ছিলো, যাতে মদ ছিলো। সেই মহিলা বললো: "আমি তোমাকে কোন প্রকার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকিনি বরং এই জন্য ডেকেছি যে, তুমি এই ছেলেকে হত্যা করো নয়তো আমার মনের বাসনা পূর্ণ করো অথবা এক ঢোঁক মদ পান করে নাও, যদি অস্বীকার করো তবে আমি চিৎকার করবো এবং তোমায় অপমান ও অপদস্ত করে দিবো।" যখন সেই ব্যক্তি দেখলো যে, মুক্তির কোন পথ নেই তখন মদ পান করতে রাজি হয়ে

গেলো। মহিলাটি এক ঢোঁক মদ পান করালো, তখন সে (নেশায় দুলতে দুলতে) আরো মদ চাইলো, সে এভাবেই মদ পান করতে রইলো, আর শুধু মহিলাটির সাথে অপকর্ম করলো না বরং সেই ছেলেটিকে হত্যাও করে দিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন: "অতএব তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাকো, **আল্লাহ পাকের** শপথ! নিশ্চয় ঈমান এবং মদ পান উভয়টি কোন একজন ব্যক্তির বুকে একত্রিত হতে পারে না, (যদি কেউ এরূপ করবে তবে) ঈমান ও মদের মধ্যে একে অপরকে বের করে দিবে।"

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৭/৩৬৭, হাদীস নং- ৫৩২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আবিদকে যখন অপকর্মের কথা বলা হলো তখন সে অপারগতা প্রকাশ করলো যে, না না আমি তা করতে পারবো না। হত্যা করতে বলা হলো, তখন বললো: আমি এটাও করতে পারবো না। কিন্তু যখন এটা বলা হলো: এই দুইটি যখন করতে পারবে না তবে শুধু মদই পান করে নাও। মূর্খ আবিদ মনে করলো যে, মদ পান করার দ্বারা দু'টি মারাত্মক কাজ অর্থাৎ অপকর্ম এবং হত্যা করা থেকে বেঁচে যাবো। অতএব সে মদ পান করে নিলো, তখন এর ভয়াবহতায় অপকর্মও করলো এবং হত্যাও করলো। আসলে এই আবিদ গুনাহের চাবিই গ্রহণ করে নিয়েছিলো, মদ পান করে একটি গুনাহ করায় আরো কয়েকটি গুনাহের দরজা খুলে গেলো। মদের এই ধ্বংসযজ্ঞতার কারণেই ইসলাম এটিকে সব সময় জন্য হারাম ঘোষনা করে দিয়েছে কিন্তু আমাদের সমাজে যেভাবে অন্যান্য অনেক অন্যায় ও পাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার মধ্যে মদ্যপান একটি মহামারীর আকার ধারণ করছে, যা সমাজের চেহারাই বিকৃত করে দিয়েছে। এই হারাম কাজ পূর্বেকার সময়েও অবাধ্য লোকেরা করতো কিন্তু লুকিয়ে পান করতো, যাতে কেউ না দেখে।

বোতলে মদ ছিলো নাকি সিরকা?

বর্ণিত আছে, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একবার মদীনা মুনাওয়ারার একটি গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন যুবককে দেখলেন, যে কাপড়ের নিচে একটি বোতল লুকিয়ে রেখেছিলো। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জিজ্ঞাসা করলেন: "হে যুবক! কাপড়ের নিচে এটা কি লুকিয়ে রেখেছো?" সেই বোতলে ছিলো মদ, যুবকটি লজ্জা অনুভব করলো যে, সে আমিরুল মুমিনিনকে এটা কিভাবে বলবে যে, এই বোতলে মদ রয়েছে। অতএব সে দ্রুত মনে মনে দোয়া করলো: "হে **আল্লাহ**! আমাকে হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে লজ্জিত ও অপমানিত করো না, আজ আমার অপরাধ গোপন করে নাও, ভবিষ্যতে কখনোই মদ পান করবো না।" এরপর যুবকটি আরয করলো: "হে আমিরুল মুমিনিন! এটি সিরকা (এর বোতল)।" হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "আমাকে দেখাও! যখন সে সেই বোতল তাঁর সামনে আনলো আর হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা দেখলেন তখন দেখা গেলো তা আসলেই সিরকা ছিলো।"

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭-২৮ পৃষ্ঠা)

তু নে দুনিয়া মে ভী এ্যঁবোঁ কো চুপায়া ইয়া খোদা
হাশর মে ভী লাজ রাখ লেনা কেহ তু সাত্তার হে

সৃষ্টিজগতের প্রতি ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো যে, পূর্ববর্তী যুগে গুনাহগার বান্দারা এই বিষয়ে ভয় করতো যে, লোকেরা তার গুনাহ সম্পর্কে জেনে যাবে এবং তাকে তাদের সামনে লজ্জিত হতে হবে। যদি কখনো এমন পরিস্থিতি এসে যায় তবে সে **আল্লাহ পাকের** দরবারে নিজের গুনাহকে গোপন করার জন্য বিনয় ও নম্রভাবে কান্না করে তাওবা করে নিতো, যেমনটি এই যুবকটি আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভয়ে একনিষ্ঠ মনে তাওবা

করলো তখন **আল্লাহ পাক** তার তাওবাকে কবুল করে নিয়ে তার মদকে সিরকায় পরিবর্তন করে দিলেন, যাতে কেউ তার গুনাহ সম্পর্কে জানতে না পারে, কেননা যখন কেউ গুনাহের প্রতি লজ্জিত হয়ে তাওবা করে নেয় তবে **আল্লাহ পাক** তার অবাধ্যতার মদকে আনুগত্যের সিরকায় পরিবর্তন করে দেন। কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! তখন এক যুগ ছিলো যখন একে অপরের প্রতি চক্ষুলজ্জা ছিলো এবং মদ পান করে নিলে তবে ভয় হতো যে, কেউ যেনো দেখে না নেয় অপরদিকে বর্তমান যুগ, যাতে নির্লজ্জতা এতই প্রসার হয়ে গেছে যে, এখন প্রকাশ্যে মদের আড্ডা বসে। অনেকে নিজের সামাজিক মর্যাদা (Status) বজায় রাখতে বা দেখানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে মদের বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে, যে কারণে আজকের যুব সমাজ মদে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। পুরুষ তো পুরুষ, মহিলারাও এর শিকার হয়ে গেছে। একজন মুসলমানের কারো জন্য এভাবে প্রকাশ্যে মদের ব্যবস্থা করা হারাম, যদিও যে নিজে পান নাও করে এবং যারা জানবে যে, এই দাওয়াতে মদেরও আসরও হবে তবে তাদের মনে রাখা উচিৎ যে, **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেই দস্তরখানায় বসতে নিষেধ করেছেন, যেখানে মদ পান করা হয়। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আতইমা, ৩/৪৮৯, হাদীস নং- ৩৭৭৪) আর হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** এবং কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, (সে যেনো) সেই দস্তরখানায় না বসে, যেটাতে মদের আসর চলে।"

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আদব, ৪/৩৬৬, হাদীস নং- ২৮১০)

অতএব যে অনুষ্ঠান ও পার্টি সম্পর্কে জানবে যে, এতে মদের বোতল সাজানো হবে, এতে কখানোই অংশগ্রহণ করবেন না, অন্যথায় জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হয়ে যাবেন। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে: "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন নেশাগ্রস্থের নিকট একত্রিত হয়, **আল্লাহ পাক** তাদের সবাইকে আগুনে একত্রিত করবেন, তখন তারা একে অপরকে নিন্দা করতে থাকবে, তাদের মধ্যে একে অপরকে বলবে: "**আল্লাহ**

পাক তোমাকে আমার পক্ষ থেকে ভাল প্রতিদান না দিক, তুমিই আমাকে এই স্থানে পৌঁছিয়েছো।" তখন অপরজনও এমনি উত্তর দিবে।"

(কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহাবী, ৯৫ পৃষ্ঠা)

যদি কোন পার্টিতে মদের ব্যবস্থা সম্পর্কে এই কারণ উপস্থাপন করা হয় যে, মদ তো সেই পার্টিতে আগত অমুসলিমদের জন্য, তবে তাদের হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বাণীটি স্মরণ রাখা উচিৎ যে, "কাফির বা শিশুদের মদ পান করানোও হারাম, যদিওবা চিকিৎসার জন্য ঔষধ হিসাবে পান করাক না কেন এবং গুনাহ সেই পান করানো ব্যক্তির উপরই ন্যস্ত হবে।" (হেদায়া, ২/৩৯৮) "অনেক মুসলমান ইংরেজদের দাওয়াত করে থাকে এবং মদও পান করায়, তারা গুনাহগার, এই মদ পান করানোর ধ্বংসযজ্ঞতা তাদের উপরই ন্যস্ত হবে।" (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৭২)

মদ্যপানের আসর

আমাদের দেশে নিউ ইয়ার নাইটে হওয়া নির্লজ্জতা ও বিলাসিতার অনুমান করার জন্য একটি সংবাদের সারাংশ লক্ষ্য করুন: "গতকাল প্রচন্ড শীতের মাঝেও নতুন বছর আগমনের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে নাচ গানের প্রোগ্রাম ছাড়াও মদের বোতল খালি হতে থাকে। লাহোরে মাল রোড এবং ফোসট্রেস স্টেডিয়াম এলাকায় যুবকরা উল্লাস করতে থাকে। অন্য দিকে নিউ ইয়ার নাইটে বিভাগীয় রাজধানীর যেকোন সাধারণ এবং অগুরুত্বপূর্ণ হোটেলে রুম সহজলভ্য ছিলো না। বিভিন্ন সংগঠন এবং আমলারা তাদের গোপন আসর সাজানোর জন্য অনেকদিন আগে থেকেই রুম বুকিং করে নিয়েছিলো। পুলিশ অনেক মদ্যপায়ীকে গ্রেফতার করে তাদের কাছ থেকে মদের বোতল উদ্ধার করলো।"

এ্যয় খাচায়ে খাচ্ছানে রুসুল ওয়াক্তে দোয়া হে,
উম্মত পে তেরী আ'কে আজব ওয়াক্ত পড়া হে।

ফরিয়াদ হে এ্যয় কিশতীয়ে উম্মত কে নিগাহবাঁ,
বেড়া ইয়ে তাবাহি কে করীব আ'ন লাগা হে।

আল্লাহ পাকের বিধানের সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ

৭ রমযানুল মোবারক ১৪২৮ হিজরী, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৭ বাবুল মদীনার (করাচী) রেলওয়ে কলোনির বাসিন্দা কয়েকজন যুবক নাচ গানের আসর বসানোর প্রোগ্রাম বানালো। আসরে নাচ গানের পাশাপাশি মদ ও কাবাবের ব্যবস্থাও ছিলো। বন্ধু-বান্ধবরা মিলে প্রায় ৪০ জন যুবক ছিলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই যখন কৃত্রিম আলো করাচীর এই কলোনিকে আলোকিত করে দিলো এবং চারিদিকে লোকেরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য মসজিদের দিকে যেতে লাগলো, তখন এই যুবকরা মিলে নাচ গান শুরু করে দিলো এবং এর সাথে মদও পান করা শুরু করলো। অনুরূপভাবে তারা পুরো কলোনিতে এমন শোরগোল শুরু করে দিলো যে, **আল্লাহ**র পানাহ। এমন সময় কয়েকজন যুবক মদের নেশায় মত্ত হয়ে কাঁপতে লাগলো এবং নিচে পড়ে গেলো। অন্যরা তাদের পড়ে যাওয়াতে অট্টহাসি দিতে লাগলো এবং আরো মদ পান করতে লাগলো।

এভাবে একের পর এক ঢোঁক পান করতে লাগলো, নাচ চলতে লাগলো এবং যুবকরা দুনিয়া ও এর সমস্ত কিছু থেকে উদাসিন হয়ে আসরের রঙে রঙিন হতে লাগলো। রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে যুবকারা মদ পান করে যেতে লাগলো এবং কাঁপতে কাঁপতে মেঝেতে পড়ে যেতে লাগলো, এমনকি মেঝেতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। হঠাৎ এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলো: "এদের কি হয়েছে? এরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কেনো?" অপর বন্ধু চোখ বড় বড় করে মেঝেতে পড়ে থাকা বন্ধুদের দেখলো এবং তার বন্ধুর দিকে তাকালো তখন তারা ব্যাপারটি অনুমান করে নিলো। অতএব তারা দ্রুত পুলিশকে খবর দিলো এবং যখন পুলিশ আসরে পৌঁছলো তখন ২৭ জন যুবক

মেঝেতে ছটফট করতে করতে প্রাণ দিয়ে দিলো আর যারা বেঁচে ছিলো তারাও মারাত্মকভাবে ছটফট করতে লাগলো। পুলিশ দ্রুত জীবিতদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলো। এভাবে রেলওয়ে কলোনিতে রমযানের পবিত্র মাসে নাচ গানের আসর মৃত্যুর আসরে পরিনত হলো এবং ৩৬ যুবক বিষাক্ত মদের কারণে মৃত্যুর ঘাট অতিক্রম করলো।

জু কুছ হে ওহ সব আপনি হি হাতোঁ কে হে করতুত,
শিকওয়া হে যামানা কা না কিসমত কা গালা হে।
দেখে হে ইয়ে দিন আপনি হি গফলত কি বদৌলত,
সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুরা হে।

যদি আমরা আমাদের আশেপাশে দেখি, তবে জেনে অবাক হবেন যে, মদ্যপান, অপকর্ম এবং বেহায়াপনা এই সমাজের অংশ হয়ে গেছে। আজ আমাদের দেশের এমন কোন্ শহর রয়েছে, যাতে মদ পাওয়া যায় না, যাতে লোকেরা গর্ব করে নিজের অপকর্মের আলোচনা করে না এবং যাতে আপনি রাস্তায়, বাজারে এবং দোকানে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা দেখবেন না। আপনারা এটা জেনে অবাক হবেন যে, আমাদের দেশে ২৭টি এমন কোম্পানি রয়েছে যারা বিদেশ থেকে মদ আমদানী করে থাকে এবং বিভিন্ন শহরে প্রকাশ্যে বিক্রি করে থাকে। মদ আমাদের সমাজে এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমাদের বিয়ে শাদী এবং পরীক্ষায় পাশ করার খুশির অনুষ্ঠানেও পর্যন্ত মদ পান করা ও করানো হয়ে থাকে।

নাচ গান আমাদের বিয়ের একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে গেছে, আর সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরাও বিয়ের অনুষ্ঠানে তাদের কন্যা সন্তানদের মাথা খালি করা এবং নাচ গান করার অনুমতি দিয়ে দেয়। এর ফলে, আজ আমাদের দেশ শুধু বেহায়াপনার বন্যায় বয়ে যাচ্ছে না বরং মদও প্রকাশ্যে বিক্রি এবং পান করার পাশাপাশি খাওয়ানোও হয়, মানুষ এমন নির্ভয় হয়ে গেছে যে, তারা

রমযানের বরকতময় মাসেও মদপানের আসর সাজাতেও দ্বিধা করে না। একটু ভাবুন যে! এটা কি **আল্লাহ পাকের** বিধানের প্রকাশ্য অবমাননা নয়? নিশ্চয় এটা নিছক প্রকাশ্য অবাধ্যতা এবং **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ।

ওয়াদা মে তুম হো নাসরা তু তামাদ্দুন মে হুনুদ,
ইয়ে মুসলমাঁ হে! যিনহে দেখ কে শরমায়ে ইয়াহুদ।

একটি গুনাহে দশটি ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বান্দা গুনাহ তো একটি করে কিন্তু এই মূর্খ এটা জানে না যে, তার এই একটি গুনাহ নিজের মাঝে দশটি ক্ষতি লুকিয়ে রাখে।

বর্ণিত আছে, একটি গুনাহের দশটি ক্ষতি থাকে:

১... যখন বান্দা কোন গুনাহ করে, তখন সে সেই মহান সৃষ্টিকর্তা **আল্লাহ পাককে** অসন্তুষ্ট করে, যিনি তার উপর সর্বদা ক্ষমতাবান।

২... এমন সত্তাকে খুশি করে, যে **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশি অপদস্ত অর্থাৎ অভিশপ্ত শয়তান এবং যে তারও শত্রু আর **আল্লাহ পাকের**ও।

৩... খুবই উত্তম স্থান অর্থাৎ জান্নাত থেকে দূরে চলে যায়।

৪... অনেক নিকৃষ্ট স্থান অর্থাৎ দোযখের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

৫... সে ঐ নফসের প্রতি অত্যাচার করে, যা তার সবচেয়ে বেশি প্রিয় হয় অর্থাৎ নিজেকে নিজে।

৬... সে নিজেকে অপবিত্র করে নেয়, অথচ **আল্লাহ পাক** তাকে পরিষ্কার পরিছন্ন করে সৃষ্টি করেছিলো।

৭... নিজের সেই সাথীদের কষ্ট দেয়ার উপলক্ষ্য করে, যে তাকে কখনো কষ্ট দেয় না অর্থাৎ ঐ ফিরিশতা যারা তার নিরাপত্তায় রয়েছে।

৮... নিজের গুনাহের ব্যাপারে জমিন ও আসমান, রাত ও দিন এবং মুসলমান ভাইদেরকে স্বাক্ষী বানিয়ে তাদের কষ্ট দেয়ার কারণ হয়।

৯... নিজের গুনাহের কারণে আপন **প্রিয় রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দিয়ে থাকে।

১০...**আল্লাহ পাকের** সকল সৃষ্টির নিকট খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হয়, সে মানুষ হোক বা অন্য সৃষ্টি। মানুষের খেয়ানত হলো, যদি কোন ব্যাপারে তার স্বাক্ষ্য নেয়ার প্রয়োজন হয় তবে গুনাহের কারণে তার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না এবং অন্য সৃষ্টির খেয়ানত হলো, বান্দার গুনাহের কারণে সকল সৃষ্টির প্রতি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষন বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং বান্দাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ, কেননা বান্দা গুনাহ করে নিজের প্রতিই অবিচার করে থাকে। (তাযকিরাতুল ওয়াযিন, ২৯৭-২৯৯ পৃষ্ঠা)

জমিঁ বোঝ সে মেরে পাটতি নেহী হে, ইয়ে তেরা হি তো হে করম ইয়া ইলাহী!
বড়ি কৌশিশ কি গুনাহ ছোড় নে কি, রহে আহ! নাকাম হাম ইয়া ইলাহী!

মদ কাকে বলে?

আসুন! এবার জানার চেষ্টা করি, মদ কি এবং ইসলামে এ সম্পর্কে বিধান কি?

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ৩য় খন্ডের ৬৭১ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অভিধানে পান করার বস্তুকে শরাব বলা হয় এবং ফকীহদের পরিভাষায় শরাব বা মদ তাকেই বলা হয়, যাতে নেশা হয়। এর অনেক প্রকার রয়েছে, খমর আঙ্গুরের মদকে বলা হয় অর্থাৎ আঙ্গুরের কাঁচা পানি, যাতে জোশ এসে যায় এবং প্রচুর সৃষ্টি হয়ে যায়। ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর

নিকট এটাও আবশ্যক যে, এতে ফেনা সৃষ্টি হতে হবে এবং কখনো কখনো সকল শরাব বা মদকে রূপক অর্থে খমর বলে দেয়া হয়।

(ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৪০৯। দুররে মুখতার, ১০/৩২)

ইমাম হাফিয মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী (ওফাত ৭৪৮ হিঃ) **"কিতাবুল কাবায়ির"** এ বলেন: ঐ সকল বস্তুকে খমর বলে, যা বিবেককে ঢেকে দেয়, হোক তা তরল বা শুকনো, খাওয়া হোক বা পান করা হোক।(কিতাবুল কাবায়ির, ৯২ পৃষ্ঠা)

খমরকে খমর বলার কারণ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৯৭৪ হিঃ) তাঁর কিতাব **"আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির"** এ বলেন: খমরকে খমর বলার কারণ হলো, তা বিবেককে ঢেকে অর্থাৎ আবৃত করে নেয়, মহিলাদের ওড়নাকেও খেমার এই কারণেই বলা হয় যে, তা তার চেহারাকে ঢেকে নেয়। তাছাড়া খামির ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে তার স্বাক্ষ্যকে গোপন করে নেয়। এক বর্ণনা অনুযায়ী মদকে খমর এই কারণে বলা হয়, তা প্রচন্ডতা অবলম্বন করা পর্যন্ত ঢেকে দেয়া হয়, হাদীসে পাকে এই শব্দটি এরই জন্য: "خَمِّرُوْا اٰنِيَتَكُمْ" অর্থাৎ নিজের পাত্র ঢেকে নাও। (সহীহ বুখারী, ৩/৫৯১, হাদীস নং-৫৬২৩) কিছু কিছু ভাষাবিদ বলেন: একে খামর বলার কারণ হলো, তা বিবেককে উলট পালট করে দেয়, এই কারণেই আরবদের এই উক্তি: "خَامَرَهُ دَاءٌ" অর্থাৎ অসুস্থতা একে উলট পালট করে দিয়েছে। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/২৯২)

মদের বিধান

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"হিলইয়াতুল আউলিয়া"**তে উদ্ধৃতি করেন: **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে একটি মটকায় ফুটন্ত অবস্থায়

নেশা জাতীয় ফলের রস আনা হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটিকে দেওয়ালের প্রতি নিক্ষেপ করো, কেননা এটি ঐ ব্যক্তির পানীয়, যে **আল্লাহ পাক** এবং আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখেনা।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬/১৫৯, হাদীস নং-৮১৪৮)

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই শরাব (মদ) এবং প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই হারাম।" (সহীহ মুসলিম, ১১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০০৩) আর অপর এক বর্ণনায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই শরাব (মদ) এবং প্রত্যেক শরাবই হারাম।" (আল মারজাউস সাবিক)

মদের উপার্জনের বিধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে মদ পান করা হারাম, ঠিক তেমনিভাবে তা বিক্রি করা এবং এর উপার্জন খাওয়াও হারাম।

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** মদ এবং এর মূল্য (অর্থাৎ উপার্জন), মৃত এবং এর উপার্জন শুয়োর এবং এর উপার্জনকে হারাম ঘোষণা করেছেন।" (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারা, ৩/৩৮৬, হাদীস নং- ৩৪৮৫) আর অপর এক বর্ণনায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**আল্লাহ পাক** ইহুদীদের উপর (হৃদপিন্ড, নাড়িভুড়ি এবং পাকস্থলীর) চর্বি খাওয়া হারাম করেছিলেন তখন তারা তা বিক্রি করে এই উপার্জন খেলো, অতএব যখন **আল্লাহ পাক** কোন জাতীর উপর কোন বস্তু হারাম করে দেন তখন এর উপার্জনও তাদের জন্য হারাম করে দেন।"

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারা, ৩/৩৮৭, হাদীস নং-৩৪৮৮)

মদ হারাম, কম হোক বা বেশি

হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে বস্তু বেশি পরিমাণে নেশা আনে, তা সামান্য পরিমানেও হারাম।" (আবু দাউদ, ৩/৪৫৯, হাদীস নং-৩৬৮১)

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে বস্তুর এক ফরক (ষোলো রতল সমান একটি পরিমাপ) নেশা আনয়ন করে, সেটির অঞ্জলি পরিমানও হারাম।" (জামেয়ে তিরমিযী, ৩/৩৪৩, হাদীস নং-১৮৭৩)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১৫৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ৩য় খন্ডের ৬৭২ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খমর (মদ) হলো অকাট্য হারাম। এর হারাম হওয়াটা নচ্চে কতয়ী[১] দ্বারা প্রমাণিত এবং এর হারাম হওয়াতে সকল মুসলমান ঐক্যমত, এর সামান্যতম ও অধিক সবই হারাম এবং তা প্রস্রাবের ন্যায় নাপাক আর এর অপবিত্রতা হলো গলিযা (অর্থাৎ বড় নাপাকি), যে তা হালাল বলবে সে কাফির, কেননা তা হবে কোরআনের আয়াতকে অস্বীকার করা। যদি কোন মুসলমান এই মদ নষ্ট করে দেয় তবে এতে ক্ষতিপূরণ নেই এবং তা ক্রয় করা ঠিক নয়, তা দ্বারা কোন প্রকার উপকার অর্জন করা জায়িয নয়, ঔষধ হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে না, পশুকেও পান করানো যাবে না, তা মাটিও ভেজানো যাবে না, ডোসও[২] দেয়া যাবে না, তা পানকারীকে শরয়ী শাস্তি দেয়া হবে, যদিওবা নেশা না হয়। (দুররুল মুখতার, ১০/৩৩)

পশুর ক্ষততেও চিকিৎসা স্বরূপ মদ লাগানো যাবে না। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ৫/৪১০) কাচা আঙ্গুরকে পাকালো এমনকি দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গেলো অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশেরও বেশি অবশিষ্ট আছে এবং এতে নেশা হলে এটাও হারাম এবং নাপাক। (দুররে মুখতার, ১০/৩৬) রতব অর্থাৎ ভেজা খেজুরের পানি এবং মুনাক্কাকে (অর্থাৎ বড় কিসমিস) পানিতে ভিজিয়ে রাখা হলে যখন সেই পানি কড়া হয়ে যায় এবং ফেনা সৃষ্টি হয়ে যায় তবে তাও হারাম ও অপবিত্র। (মারজিউস সাবিক, ৩৭ পৃষ্ঠা) মধু, আন্জির, গম, যব ইত্যাদির শরাবও হারাম। (দুররে মুখতার, ১০/৩৯-৪০) যেমন;

---

১. নচ্চে কতয়ী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ঐ দলীল, যা কোরআনে পাক বা হাদীসে মুতওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত। (ফতোয়ায়ে ফকীয়ে মিল্লাত, ১/২০৪)

২. কোনরূপ ঔষধের শিশি বা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করানো।

এখানে হিন্দুস্থানে মেহওয়ে (এক প্রকার গাছ যার পাতা লাল, জর্দা রঙের, সুগন্ধিযুক্ত এবং ফল গোল ফলের ন্যায় হয়ে থাকে) এর মদ বানানো হয়, যখন তাতে নেশা হয় তখন হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৬৭২)

মদ সম্পর্কিত শরীয়াতের ৮টি বিধান

মোল্লা আহমদ জীবন হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'তাফসীরাতে আহমদিয়া'**য় খমর (মদ) সম্পর্কে ৮টি বিধান উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো:

১. আমাদের দৃষ্টিতে খমর (মদ) বস্তুগত ভাবেই হারাম। তা হারাম হওয়াটা নেশার উপর নির্ভর করে। আর নেশা এটির হারাম হওয়ার কারণ নয়। অনেকে মনে করে যে, এর নেশা হারাম, কেননা এটাই অনিষ্টের মূল আর **আল্লাহ**র স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে। এই মনোভাবটি আমাদের দৃষ্টিতে কুফরী। কেননা এটা **আল্লাহ পাকের** কিতাবকে অস্বীকার করা, **আল্লাহ পাক** (খমর) মদকে **রিজস্** বা নাপাক বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং **রিজস্** বস্তুত হারাম হয়ে থাকে, এই কথার উপরই ওলামারা ঐক্যমত, সুন্নাত দ্বারাও এটাই প্রমাণিত। সুতরাং মদ হারাম **লি আইনিহি**।

২. মদ প্রশ্রাবের ন্যায় বড় নাপাকি, কেননা তা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত।

৩. মুসলমানদের জন্য এর কোনই মূল্য নাই, অর্থাৎ যদি কেউ কোন মুসলমানের মদ নষ্ট করে দেয় কিংবা আত্মসাৎ করে নেয়, তবে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ নেই, এর ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নাই, কেননা **আল্লাহ পাক** অবজ্ঞার কারণে একে নাপাক সাব্যস্ত করেছেন, সুতরাং এর মূল্য নির্ধারণ করা, যেনো একে সম্মান প্রদান করা এবং ঘৃণ্য বস্তুর পর্যায় থেকে বের করে আনা। যদিওবা বিশুদ্ধ উক্তি অনুযায়ী এটিও সম্পদ।

৪. মদ দ্বারা উপকার গ্রহণ করা হারাম, কেননা এটি অপবিত্র আর অপবিত্র বস্তু দ্বারা উপকার অর্জন করা হারাম এবং **আল্লাহ পাকের** তা পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

৫. মদ কে হালাল মনে করা কুফরী, কেননা তা অকাট্য দলিলকে অস্বীকার করার নামান্তর।

৬. মদ্যপায়ীর উপর শরীয়াতের শাস্তি প্রযোজ্য হবে, যদিও সে নেশাগ্রস্থ নাও হয়।

৭. মদ হয়ে যাওয়ার পর তা আরো পরিপক্ক করলেও তাতে কোনরূপ পার্থক্য আসে না, অর্থাৎ বরাবরই হারামই থেকে যায়।

৮. তবে আমাদের (হানাফীদের) দৃষ্টিতে একে সিরকায় পরিবর্তন করা জায়িয।

(আত তাফসীরাতুল আহমদিয়া, আল মায়িদা, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

মদ হারাম হওয়া সম্পর্কিত আল্লামা শামীর দশটি দলিল

আল্লামা শামী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে দশটি দলিল উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো:

১. মদের আলোচনা জুয়া, মূর্তি এবং জুয়ার তীরের সাথেই করা হয়েছে আর এসব কিছুই হারাম।

২. মদকে নাপাক ঘোষণা করা হয়েছে আর নাপাক বস্তু হারামই হয়ে থাকে।

৩. মদকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে আর শয়তানের কাজই হারাম।

৪. মদ পরিহার করার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং যা পরিহার করা ফরয তা গ্রহণ করা হারাম হয়ে থাকে।

৫. সাফল্যকে মদ বর্জন করার সাথে শর্তারোপ করা হয়েছে। অতএব তা বর্জন করা ফরয এবং গ্রহণ করা হারাম সাব্যস্ত হলো।

৬. মদের কারণে শয়তান পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং শত্রুতা হারাম আর যা হারামের কারণ হয়, তাও হারাম।

৭. মদের কারণে শয়তান বিদ্বেষ (ঘৃণা) প্রদান করে আর বিদ্বেষ হারাম।

৮. মদের কারণে শয়তান **আল্লাহ**র স্মরণ থেকে বিরত রাখে এবং **আল্লাহ পাকের** স্মরণ হতে বিরত রাখা হারাম।

৯. মদের কারণে শয়তান নামায থেকে বিরত রাখে এবং যা নামায থেকে বিরত রাখে, তা গ্রহণ করা হারাম।

১০. **আল্লাহ পাক** প্রশ্নের মাধ্যমে মদ থেকে নিষেধ করেছেন যে, তোমরা কি ফিরে আসবে না? এর দ্বারাও হারাম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

(রদ্দুল মুহতার, ১০/৩৩)

মদ কখন হারাম হয়?

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **'খাযায়িনুল ইরফানে'** বলেন: মদ তৃতীয় হিজরীতে গযওয়ায়ে আহযাবের কিছুদিন পর হারাম করা হয়।

(খাযায়িনুল ইরফান, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ২১৯নং আয়াতের পাদটিকা)

মদ সম্পর্কে অবতীর্ণ হওয়া ৪টি আয়াতে মোবারাকা

জাহেলীয়তের যুগে মদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিলো, ধর্মীয় কিংবা সামাজিক ভাবে একে খারাপ মনে করা হতো না, তাই অধিকাংশ মানুষ এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো, ইসলাম ক্রমান্বয়ে মদের কুফল বর্ণনা করতে থাকে এবং অবশেষে মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে বিধান অবতীর্ণ হয়।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল'** ২য় খন্ডের ৫৪৫ থেকে ৫৪৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে ৪টি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমে ইরশাদ করেন:

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّ رِزْقًا حَسَنًا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۶۷﴾

(পারা ১৪, সূরা নাহল, আয়াত ৬৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর খেজুর ও আঙ্গুর ফলের মধ্য থেকে যে, সেটা থেকে নেশামুক্ত পানীয় তৈরী করছো এবং উত্তম জীবিকা। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।

মুসলমানরা তবু মদ পান করতে থাকে, কারণ তা তাদের জন্য হালাল ছিলো, তারপর আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ন্যায় সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে মদের ব্যাপারে ফতোয়া দিন, কেননা তা বিবেককে বিলুপ্ত করে এবং সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়।" তখন **আল্লাহ পাকের** এই আদেশটি অবতীর্ণ হলো:

يَسۡـَٔلُوۡنَكَ عَنِ الۡخَمۡرِ وَالۡمَيۡسِرِ ؕ قُلۡ فِيۡهِمَاۤ اِثۡمٌ كَبِيۡرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثۡمُهُمَاۤ اَكۡبَرُ مِنۡ نَّفۡعِهِمَا ؕ

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনাকে মদ ও জুয়ার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, সে দু'টিতে মহাপাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকারও। আর সে দু'টির পাপ সে দু'টির উপকার অপেক্ষা বড়।

প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মদ হারাম হওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, সুতরাং কারো নিকট মদ থাকলে তা বিক্রি করে দাও।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল মুসাকাত ওয়াল মুযারাআহ, ৮৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭৮)

অনেকেই এই ফরমান 'اِثۡمٌ كَبِيۡرٌ' (অর্থাৎ বড় গুনাহ) এর কারণে মদ ছেড়ে দিলেন আবার কেউ কেউ এই 'مَنَافِعُ لِلنَّاسِ' (অর্থাৎ মানুষের জন্য কিছু পার্থিব উপকার) এর কারণে পান করতে থাকে, এমনকি একবার হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খাবারের ব্যবস্থা করে কিছু সাহাবায়ে কিরামকে عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان দাওয়াত দিলেন এবং তাঁদেরকে মদও উপস্থাপন করলেন, তাঁরা যখন মদ পান করলেন তখন হুশ হারিয়ে ফেলেন, এমতাবস্থায়

www.dawateislami.net

মাগরিবের সময় হলো, তখন তাঁদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী নামায পড়ানোর জন্য অগ্রসর হলেন এবং তিনি এই আয়াতে মোবারাকা:

{قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ} (পারা ৩০, সূরা কাফিরুন, আয়াত: ১,২)[১] এর মধ্যে لَاۤ اَعْبُدُ এর পরিবর্তে اَعْبُدُ পড়লেন, অর্থাৎ اَعْبُدُ এর পূর্বে 'لَاۤ' শব্দটি বাদ দিলেন, তখন **আল্লাহ পাক** আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযের নিকট যেওনা যতক্ষণ পর্যন্ত এতটুকু হুশ না হয় যে, যা বলো তা বুঝতে পারো।

অতএব নামাযের সময় নেশা হারাম হয়ে গেলো এবং যখন এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ হলো তখন কিছু কিছু লোক নিজেদের জন্য মদকে হারাম হিসাবে গণ্য করে নিলেন এবং বললেন: "সেই বস্তুতে কোনই উপকার থাকতে পারে না, যা আমাদের এবং নামাযের মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।" আবার কেউ কেউ শুধু নামাযের সময় মদপান করা পরিহার করলো, তন্মধ্যে কেউ কেউ ইশার নামাযের পর মদ পান করতেন তবে ফজরের সময় সেই নেশা আর থাকতো না এবং ফজরের নামায পড়ার পর মদ পান করতো আর যোহরের সময় হবার আগেই নেশা কেটে যেতো।

একবার হযরত ইতবান বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ মুসলমানদের খাবারের দাওয়াত দিলেন এবং তিনি তাঁদের জন্য উটের মাথা ভুনা করলেন, সবাই মিলে তা খেলেন এবং মদও পান করলেন, ফলে তাঁরা নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন, অতঃপর একে অপরের উপর গর্ব ও ভাল-মন্দ বলাবলি করতে লাগলেন এবং কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন অতঃপর কেউ এমন কিছু কসিদাও পাঠ করলেন, যাতে আনসারদের প্রতি বিদ্রুপ এবং তাঁর সম্পদায়ের গৌরব ছিলো, ফলে জনৈক আনসারী উটের চিবুকের হাঁড় তুলে নিয়ে এক সাহাবীর মাথায় মেরে

১. আপনি বলুন, 'হে কাফিরগণ! আমি ইবাদত করি না যার তোমরা ইবাদত করো।

দিলেন, তিনি মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হলেন এবং **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঐ আনসারী সাহাবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন, তখন আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: "হে **আল্লাহ পাক**! আমাদের জন্য মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান অবতীর্ণ করো।" অতএব **আল্লাহ পাক** এই বিধান অবতীর্ণ করলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯০-৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্রই, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বেচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো। শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে **আল্লাহ**র স্মরণ ও নামাযে বাধা দেবে। তবে কি তোমরা বিরত হবে?

এই হুকুমটি গযওয়ায়ে আহযাবের কিছু দিন পর অবতীর্ণ হয়েছিলো, তখন হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "হে **আল্লাহ**! আমরা তা পরিহার করলাম।" (মুয়াল্লিমুত তানযীল লিল বাগাবী, সূরা বাকারা। ২১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৪০)

পর্যায়ক্রমে হারাম করার রহস্যঃ

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "এই ভাবে পর্যায়ক্রমে মদকে হারাম ঘোষণা করার রহস্য হলো, **আল্লাহ পাক** জানেন যে, এসব মানুষ মদ্যপানে খুবই আসক্ত ছিলো এবং তা দ্বারা তাঁদের অনেক উপকারও সাধিত হয়, যদি তাঁদেরকে একবারের নির্দেশেই নিষেধ করে দেয়া

হয়, তবে তা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে পড়বে, তাই তাঁদের প্রতি নমনীয়তা অবলম্বন করে পর্যায়ক্রমে হারামের বিধান অবতীর্ণ করেন।”

(তাফসীরে কবীর, সূরা বাকারা, ২১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদ পর্যায়ক্রমে হারাম হওয়ার মাধ্যমে বুঝা গেলো, সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পাক-পবিত্রতার শিক্ষা প্রদান করা হয়, যাতে মদের মন্দ ও ক্ষতিকর দিকটি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তাঁদের মনে সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাঁরা যেনো তা ঘৃনা করতে শুরু করে আর যখনই এমন কিছু ঘটনার অবতারণা হলো, যেগুলোর মূল কারণ মদ, তখনই তা মন্দ হওয়ার অনুভূতি সকলের মনে স্থান করে নিতে লাগলো এবং অবশেষে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান অবতীর্ণ হলো।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দ

মিরাজের রাতে **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে দু'টি পাত্র পেশ করা হয়েছিলো, একটিতে দুধ এবং অপরটিতে মদ ছিলো। অতঃপর অধিকার দেয়া হয়েছিলো যে, এর মধ্য থেকে যেকোন একটি পছন্দ করতে, অতএব **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুধের পাত্রটি পছন্দ করলেন, তখন আরয করা হলো: “আপনি স্বভাবগত বস্তুটিই পছন্দ করলেন, কেননা যদি আপনি মদ পছন্দ করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্টতার শিকার হয়ে যেতো।” (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৯। সহীহ বুখারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, হাদীস নং- ৩৩৯৪, ২/৪৩৭)

আলা হযরতের আব্বাজান মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মদ সম্পর্কীত শিক্ষণীয় মাদানী ফুলঃ

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **‘আনোয়ারে জামালে মুস্তফা’** নামে প্রসিদ্ধ **‘আল কালামুল আওযাহু ফী তাফসীরি সূরাতি আলাম নাশ্‌রাহ’** নামক কিতাবে লিখেন: মদ হল উদাসীনতার ধারক আর উদাসীনতা লাঞ্ছনার বশবর্তী করে। **প্রায় দেখা**

গেছে যে, মদ্যপায়ী ব্যক্তি যেদিকে মুখ করে সেদিকেই চলতে থাকে, অতএব নেশায় যে প্রকাশ্য রাস্তাই দেখে না, সে বাতিন কীভাবে দেখবে? আর যদি লাঞ্ছনা দ্বারা পৃথিবীর মোহকে উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা মদের সাথেই মিল দেখা যায়, কেননা মদ যেভাবে মানুষকে নেশাগ্রস্থ করে, তদ্রূপ দুনিয়ার মোহ মানুষকে **আল্লাহ পাক** থেকে উদাসীন এবং আখিরাতের ভাবনা থেকে নির্বিকার করে দেয় এবং যেমনিভাবে তার আধিক্যে মাথা চক্কর দিয়ে উঠে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাথে অধিকহারে জড়িত, তাদের সর্বদা মাথা চক্কর দিতে থাকে আর যেভাবে মদ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যে, **'মদ সকল অপকর্মের চাবি'**, তদ্রূপ দুনিয়ার মোহ সম্পর্কেও এসছে যে, **'তাও সকল গুনাহের মূল।'**

মদ হলো মরিচীকার মত[১],যেমনিভাবে মানুষ মারিচীকার নিকট গিয়ে নিজের ভুলের কথা বুঝতে পারে, অনুরূপভাবে মদ্যপায়ী ব্যক্তিও যখন মদ পান করে নেশাগ্রস্থ হয়, তখন সবাই তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, যখন নেশা কেটে যায়, তখন সে নিজের নির্বুদ্ধিতায় লজ্জিত হয়।

شراب ও سراب এ মাঝে পার্থক্যঃ

شراب (মদ) এবং سراب (মরিচিকা) এই শব্দ দু'টিতে তিনটি নুক্তার পার্থক্য, যা তিনটি শিক্ষণীয় মাদানী ফুলের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১. سراب এর লজ্জাবোধ সাময়িক, পক্ষান্তরে شراب এর লজ্জাবোধ তিন জগতেই অবশিষ্ট থেকে যায়। অর্থাৎ মদ্যপায়ী ব্যক্তি দুনিয়ায় হীন ও নগণ্য, বরযখে লাঞ্ছিত ও অপমানিত এবং কিয়ামতে আযাবে গ্রেফতার হবে।

২. شراب শব্দটি দুইটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, প্রথমটি হলো شر অর্থাৎ একেবারেই মন্দ আর দ্বিতীয়টি آب অর্থাৎ পানি। অতএব شراب (মদ) এমন এক ধরনের মন্দ পানি, যাতে কেবল মন্দ ছাড়া আর কিছুই নাই আর মন্দের পরিণতি সর্বদা নিকৃষ্টই হয়ে থাকে।

---

১. মরুভূমিতে জ্বলজ্বল করা বালি, যা পানি মনে করে ধোকা খেতে হয়।

www.dawateislami.net

৩. আরবিতে মদকে বলা হয় خَمْر (খমর)। শব্দটির প্রথম অক্ষর خ দ্বারা خُبْث অর্থাৎ নাপাকি, مِيم দ্বারা مَقِيْت অর্থাৎ ঘৃনার যোগ্য এবং ر দ্বারা رَدّ অর্থাৎ বিতাড়িত বুঝায়।

শব্দটির এই গঠন দ্বারা বুঝা যায়, মদ্যপায়ী ব্যক্তি অপবিত্র, **আল্লাহ**র শত্রু এবং বিতাড়িত। মদ যে সকল গুনাহের মূল সেই কথা পরম সত্য, যে ব্যক্তি তা পান করে, সে সকলের নিকট ঘৃনিত ও বিতাড়িত হয়ে যায়।

(আনোয়ারে জামালে মুস্তফা, ২৮০ পৃষ্ঠা)

হারাম ঘোষণার বাস্তবায়ন

যেসকল মানুষের শিরা-উপশিরায় মদ পানির মতো প্রবাহিত ছিলো, তাঁরা যখনই জানতে পারলেন যে, মদ পান করা **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ, তখন তাঁরা তা অলিতে গলিতে পানির মতো ঢেলে দিলেন, অনেক দিন পর্যন্ত এর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে ছিলো, কিন্তু কেউই মদ পান করার সাহস করেননি। বরং একটি বর্ণনায় রয়েছে: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা মুনাওয়ারার সকলের মদগুলো এক জায়গায় জমা করলেন এবং তা আপন মোবারক হাতে ঢেলে দিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, একবার আমি মসজিদে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যার নিকট যতটুকু মদ রয়েছে, তা আমার কাছে নিয়ে এসো।" এই কথা শোনার সাথে সাথেই সকল সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আপন আপন ঘরে গেলেন এবং যতটুকু মদ তাঁদের নিকট ছিলো সব এনে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পেশ করে দিলেন, কেউ মটকা নিয়ে আসছিলেন, আবার কেউ মদপূর্ণ মশক। মোটকথা যাঁর নিকট যা ছিলো নিয়ে এলেন, সবাই যখন মদ নিয়ে এসে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এই সব মদ বাক্বীর ময়দানে জমা করো, যখন জমা হয়ে যাবে

www.dawateislami.net

তখন আমাকে বলবে।” এই আদেশও তৎক্ষণাৎ পালিত হলো অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাক্বীর কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন তখন আমিও **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম। পথিমধ্যে আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে দেখা, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে আমার স্থানে নিয়ে নিলেন আর আমাকে বাম পাশে করে দিলেন, অতঃপর কিছু দূর যেতেই হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও এসে মিলিত হলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে পেছনে করে তাঁকে নিজের বাম পাশে নিয়ে নিলেন। এভাবে যখন আমরা সবাই সেখানে এসে পৌঁছালাম, যেখানে মদগুলো জমা করা হয়েছিলো, তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবাইকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমারা কি সবাই জানো যে এগুলো কি?” সবাই আরয করলো: “জী, হ্যাঁ! ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা জানি, এগুলো হলো মদ।” তখন **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “তোমরা সত্য বলেছো (কিন্তু মনে রাখবে) **আল্লাহ পাক** মদের উপর, তা প্রস্তুতকারীর উপর এবং যার জন্য প্রস্তুত করা হয় তার উপর, পানকারীর উপর এবং যে পান করায় তার উপর, যার জন্য আনা হয়েছে তার উপর, ক্রেতা-বিক্রেতার উপর এবং এর উপার্জন যারা ভক্ষণ করে তাদের প্রত্যেকের উপর অভিশাপ দিয়েছেন।” অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি ছুরি আনতে বললেন এবং তা ধারালো করতে বললেন, যখন ছুরিটি ধারালো হয়ে গেলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা দিয়ে মদের মশকগুলো কাঁটতে লাগলেন, লোকেরা আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যদি শুধু মদ ঢেলে দেয়া হয় এবং মশকগুলো না কাটা হয় তবে খুবই ভাল হয়, কেননা এই মশকগুলো পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পারবো। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “এই কথা আমিও ভালভাবেই জানি, কিন্তু আমি তা **আল্লাহ পাকের** গজবের কারণেই করছি, কেননা এই মশকগুলো ব্যবহার করাতেও **আল্লাহর** অসন্তুষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।” হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এরূপ রাগান্বিত অবস্থা দেখে

www.dawateislami.net

আরয করলেন: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি আমাকে আদেশ করুন, এর জন্য আমিই যথেষ্ট।" কিন্তু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "না! আমি নিজেই এই কাজটি করবো।

(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুল আশরিবা, ৫/১৯৯-২০০, হাদীস নং- ৭৩১০)

প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং ছুরি নিয়ে মশকগুলো কাটা দ্বারা বুঝা যায় যে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের অপছন্দকে প্রকাশ করার জন্য এই কাজ নিজেই করেছেন, এমকি হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর অনুরোধেও সেই কাজ তাঁকে সমর্পন করলেন না।

সাহাবায়ে কিরামের আমল

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সম্পর্ক যে ভূ-খন্ডের সাথে ছিলো, সেখানকার অধিবাসী সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আনস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যখন মদকে হারাম ঘোষণা করা হলো, তখন আরববাসীদের জন্য এর চেয়ে অধিক কোন বিলাসবহুল দ্রব্য ছিলো না, আর তাঁদের জন্য কোন বস্তু হারাম হওয়ার এর চেয়ে অধিক কঠিন ছিলো না।

(মুয়ালিমুত তানযীল লিল বাগাবী, সূরা বাকারা। ২১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধে কতিপয় এমনও ছিলেন, যাঁরা ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও মদের ক্ষতি ও এর কুফলের কারণে তা পান করা পছন্দ করতেন না। যেমনটি,

হযরত সায়্যিদুনা হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন আলী ইবনে হাজর আসকালানী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **(ওফাত ৮৫২ হিঃ)** বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ঐসকল ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাঁরা জাহেলী যুগেও মদকে হারাম বলে মনে করতেন।

(আল ইসাবাতু ফি তামঈযিস সাহাবাতি, নম্বর- ৫১৯৫, আব্দুর রহমান বিন আওফ, ৪/২৯৩)

হযরত সায়্যিদুনা আব্বাস বিন মিরদাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে: জাহেলী যুগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: "আপনি মদ পান করেন না কেন, অথচ তা তো দেহের তাপ বৃদ্ধি করে?" তখন তিনি উত্তর দিলেন: "আমি নিজের অজ্ঞতাকে নিজেরই হাতে আকঁড়ে ধরবো না যে, তা আমি আমার পেটে প্রবেশ করাবো আর এই বিষয়টিও পছন্দ করি না যে, নিজের সম্প্রদায়ের সর্দারের ন্যায় সকাল করবো আর আমার সন্ধ্যা হবে একজন নির্বোধের মতো।" (আত তাফসীরুল কবীর, সূরা বাকারা। ২১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪০১)

মদকে যখন হারাম ঘোষণা করা হলো, তখন সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان মন ও মননে ইসলামের শিক্ষা এমনভাবে স্থান করে নিয়েছিলো যে, **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যে কোন বিধানের সামনে অবনত মস্তক হয়ে যাওয়া তাঁদের স্বভাব এবং অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। যেমনটি,

হযরত বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমরা তিন চার জন বন্ধু মিলে মদ পান করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ আমি উঠে গিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম জানালাম, তখন জানতে পারলাম যে, মদ হারাম হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হয়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ আমার বন্ধুদের নিকট আসলাম এবং তাদেরকে মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত আয়াতে মোবারাকা শোনালাম, তারা তখনও মদ পানে লিপ্ত ছিলো এবং পাত্র তখনো তাদের হাতেই ছিলো অর্থাৎ পাত্রে বিদ্যমান কিছু মদ তারা পান করে নিয়েছিলো আর কিছু বাকি ছিলো, কিন্তু যখন তারা জানতে পারলো যে, মদ হারাম হয়ে গেছে, তখন সবাই সমস্বরেই বলে উঠলো: اِنۡتَہَیۡنَا رَبَّنَا! اِنۡتَہَیۡنَا رَبَّنَا! অর্থাৎ **হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমরা তোমার বিধান শুনে মদ পান করা ছেড়ে দিলাম।**

(তাফসীরে তাবারী, সূরা মায়িদা, ৯১ নং আয়াতের পাদটিকা, হাদীস নং- ১২৫২৭, ৫/৩৬)

এমনই একটি বর্ণনা হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "আমাদের নিকট বিনা আগুনে

প্রস্তুত কিছু কাঁচা খেজুরের মদ ছিলো, আমি অমুক অমুককে মদ পান করাচ্ছিলাম, এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আসলো এবং বললো যে, মদ হারাম হয়ে গেছে। তখন তাঁরা সবাই আমাকে বললো: "হে আনাস! এই পাত্রগুলো উপুড় করে দিন।" তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: জানার পর অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এসম্পর্কে কারো নিকট কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি, আর মদের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকাননি। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা মায়িদা, ৩/২১৬, হাদীস নং- ৪৬১৭)

মুহব্বত মেঁ আপনি গুমা ইয়া ইলাহী! না পাওঁ মে আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
রাহোঁ মসত ও বেখুদ মে তেরী ভিলা মে, পিলা জা'ম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!

মুসলিম ও অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য

সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان এই প্রেরণার প্রতি হাজানো প্রাণ উৎসর্গিত! যেই বস্তু সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, তা পান করলে **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, তখনই তা চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে দিলেন। এই হলো ইসলামকে মান্যকারীদের অতুলনীয় নীতি যে, যখনই তাঁদের **আক্বা ও মাওলা, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কোন বিষয় নিষেধ করে দেন, তখন চোখ তুলে কখনো সেই বস্তুর দিকে দেখতেন না, কেননা তাঁদের ঈমানই হলো যে, **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যে কোন নির্দেশই আপাদমস্তক দয়া ও অনুগ্রহই। কিছু কিছু আমেরিকান ডাক্তার ও বিজ্ঞানী ইসলামের মদপান হারাম হওয়া সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তখন তারা মদের ক্ষতিকর দিকসমূহ দেখে হতবাক হয়ে যায় এবং তারা উদ্যোগ গ্রহণ করে যে, তারাও মন প্রাণ দিয়ে তাদের জাতীকে মদের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন আর এভাবে আমেরিকা ও ইউরোপে চৌদ্দ বৎসর যাবৎ মদপানের বিরুদ্ধে ভরপুর যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, এর জন্য প্রচার-প্রসারের সকল ধরনের আধুনিক কৌশল অবলম্বন করা হয়। যাতে করে মানুষের মনে মদের প্রতি ঘৃনা সৃষ্টি হয়, এমনকি এই কার্যক্রমে এক বর্ণনা অনুযায়ী ছয় কোটি

ডলার ব্যয় করা হয়। পঁচিশ কোটি পাউণ্ডের ক্ষতির শিকার হতে হয় সরকারকে। তিনশ ব্যক্তিকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানো হয়। পাঁচ লাখেরও বেশি ব্যক্তিকে কয়েদী ও বন্দীর সাজা দেওয়া হয়, মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়, বড় বড় জায়গা সম্পত্তি জব্দ করা হয়, কিন্তু কোন কৌশলই সফল হয়নি এবং অবশেষে সরকারকে হার মানতে হয় আর ১৯৩৩ সালে মদকে আইনগতভাবে বৈধতা দিতে হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হলো মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য। মুসলমানরা যখন **আল্লাহ পাকের** বিধান জানতে পারলো তখন তারা মদের সেসব পাত্রও ভেঙ্গে ফেলেছিলো যা তখনো অর্ধেক পান করেছিলো এবং অর্ধেক হাতে ছিলো আর অপরদিকে অমুসলিমরা তাদের জাতীকে মদের কুফল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য কত কিছুই না করলো কিন্তু কোনই ফল হলো না।

মদের বিভিন্ন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদ অসংখ্য শারিরীক ও আধ্যাত্মিক রোগের কারণ, এর কারণে অসংখ্য চারিত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা জন্ম নেয়। যেমন:

মদের অর্থনৈতিক ক্ষতি সমূহ

আধুনিক যুগে বৃটেনের মত দেশকে মদের কারণে প্রতি বৎসর অর্থনৈতিক ভাবে যেই ক্ষতি বহন করতে হয়, সে সম্পর্কে স্বয়ং বৃটেন সরকারেরই এই প্রতিবেদনটি পড়ুন:

বৃটেনে সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী সীমাতিরিক্ত মদ্যপানের আসক্তি সরকারকে প্রতি বৎসর দুইশ কোটি পাউণ্ড ক্ষতি পোহাতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কৌশল প্রস্তুতকারী ইউনিটের গবেষণা মতে মদপানের কারণে জনগণ কাজে আসতে না পারা কিংবা যথাযথ কাজ করতে না পারার ফলে প্রতি বৎসর হাজার

হাজার ঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। জনগণ মদের সমুদ্রে ডুবে আছে। কয়েকশ কোটি পাউন্ড মদের কারণে সৃষ্ট অপরাধ এবং এই কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যয় হচ্ছে। **বৎসরে বাইশ হাজার মানুষ মদের কারণে মৃত্যুর শিকার হচ্ছে।**

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর মতে সীমাতিরিক্ত মদপান করার ফলে সৃষ্ট ক্ষতি সম্ভবত তাদের অনুমানের চাইতেও বেশি। মদপানের কারণে **প্রতি বৎসর বার লক্ষেরও অধিক সহিংস ঘটনা** ঘটে থাকে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আগত **চল্লিশ শতাংশ রোগী মদ পানের শিকার** আর মাঝরাত থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই সংখ্যা শতকরা সত্তরেও উপণীত হয়। দেশের তের লক্ষ শিশুর ব্যক্তি সত্তায় মদ্যপায়ী মাতা-পিতার কারণে বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং এসব শিশু নিজেরাও পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, প্রতি তিনজনে একজন পুরুষ, পক্ষান্তরে প্রতি পাঁচ জনে একজন মহিলা সীমাতিরিক্ত মদ পান করে থাকে। তাছাড়া যুবকদের মাঝেও অধিক হারে মদপানের হিড়িক লক্ষ্য করা যায়। মজা করে মদ পান করার বয়স ষোল থেকে আরম্ভ করে চব্বিশ বৎসর পর্যন্ত পৌঁছেছে। বৃটিশ মন্ত্রণালয় মদপানের সমস্যা সমাধানে সুদূর প্রসারী কর্মকাণ্ড গ্রহণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মদের ক্ষতি

এক রিপোর্ট অনুযায়ী ত্রিশ বৎসর ধরে এলকোহলে প্রভাবিত রোগীদের চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত এক অভিজ্ঞ মানসিক ডাক্তার বলেন: দুনিয়া জুড়ে মানুষ শান্তি ও আস্থা লাভের জন্য, নিজে মেজাজ ঠান্ডা করার জন্য এবং মানসিক চাপ ও নৈরাশ্য ভাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মদ পান করে থাকে। কিন্তু অধিক হারে মদপান করার ফলে তারা বক্ষব্যাধি **(Heart Problem)**, রক্তচাপ **(Blood Pressure)**, ডায়বেটিস **(Sugar)**সহ হৃদরোগ ও কিডনীর **(Kidney)** রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"ফয়যানে সুন্নাত"** এর ৩১৮ পৃষ্ঠায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলিয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: ইসলাম যে মদ্যপানকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তার মধ্যে অগণিত হিকমত রয়েছে। আজ কাফিরেরাও এর ক্ষতির ব্যাপারটি মেনে নিয়েছে। যেমন- এক অমুসলিম বিশেষজ্ঞের অভিমত অনুযায়ী প্রথম প্রথম মানুষের শরীর মদের ক্ষতিগুলোর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় এবং মদ্যপায়ী মনের আনন্দ উপভোগ করে কিন্তু শীঘ্রই শরীরের অভ্যন্তরীণ সহ্য ক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় আর চিরস্থায়ী বিষাক্ত আলামতগুলো দেখা দিতে থাকে।

মদের সবচেয়ে অধিক প্রভাব কলিজার উপর পড়ে ও তা সংকোচিত হতে থাকে। হৃদপিণ্ডের উপর অতিরিক্ত বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, যা শেষ পর্যন্ত দূর্বল হওয়ার দ্বারা পরিণতিতে অকেজো (FAIL) হয়ে পড়ে। এছাড়াও মদ পান করাতে মস্তিস্ককে সংকোচিত করে দেয়। শিরাতে জ্বালা-পোঁড়া বা সংকোচিত হওয়ার ফলে শিরাতন্ত্রী দূর্বল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। মদ্যপায়ীর পাকস্থলী ফুলে যায়, হাড়গুলো নরম ও খুবই দূর্বল হয়ে যায়। মদ শরীরের ভিটামিনের ভান্ডারগুলো নষ্ট করে ফেলে। বিশেষতঃ ভিটামিন সি ও বি সেটার আক্রমনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। মদের সাথে সাথে যদি ধূমপানও করা হয়, তবে এটার ক্ষতিকারক প্রভাব আরো বেশি গুণে বৃদ্ধি পায় আর উচ্চ রক্তচাপ, ষ্ট্রোক ও হার্ট এ্যাটাকের প্রচন্ড ভয় থাকে। অত্যাধিক মদপানকারী ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব ও প্রচন্ড পিপাসায় আক্রান্ত থাকে। প্রচুর পরিমাণে মদপান করাতে হার্ট ও শ্বাস গ্রহণের কার্যকারীতা থেমে যায় এবং মদ্যপায়ী দ্রুত মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

গর আয়ে শারাবী মিঠে হার খারাবী, চড়ায়েগা এ্যয়সা নাশা মাদানী মাহোল
আগর চোর-ডাকু ভী আ' জা-য়েগে তো সুধর জায়েগে গর মিলা মাদানী মাহোল
নামাযে জু পড়তে নেহী হে ইনকো লা-রাইব নামাযী হে দে-তা বানা মাদানী মাহোল

(ফয়যানে সুন্নাত, ৩১৮ পৃষ্ঠা)

মদের চারিত্রিক ও সামাজিক ক্ষতি সমূহঃ

মদপানের কারণে মদ্যপায়ীর চরিত্র তো নষ্টও ও ধ্বংস হয়ই, তদুপরি পুরো সমাজেও এর একটি গভীর প্রভাব পড়ে। যেমনটি,

বৃটেন যা গোটা বিশ্বে নিজেদের সভ্য দেশ হিসাবে দাবি করে, সেখানকার মেট্রোপলিটন পুলিশের চীফ তার এক ইন্টারভিউতে বলেছে যে, রাতের বেলায় অনেক মদ পান করে মত্ত হয়ে যাওয়া মদ্যপায়ী কর্তব্যরত পুলিশের মাথা ব্যথার কারণ হয়েছে এবং এই বৎসর কেবল লন্ডনেই পুলিশের উপর হামলা করা মদ্যপায়ীর সংখ্যা শতকরা চল্লিশ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে।

ইয়ে ইলম, ইয়ে হিকমত, ইয়ে তাদাব্বুর, ইয়ে হুকুমত,
পিতে হেঁ লহু, দেতে হেঁ তালীমে মুসাওয়াত।
বে কারী ও উরওয়ানী ও মায় খোয়ারী ও ইফলাস,
কেয়সা কম হেঁ ফিরিঙ্গী মাদানিয়্যত কে ফুতুহাত।

বর্তমান যুগে সভ্য ও শিক্ষিত বলে দাবিকারীদেরই যেখানে এই অবস্থা যে, আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানই মদ্যপায়ীদের অনিষ্টতা থেকে রেহাই পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে যে সমাজ সভ্য ও শিক্ষা থেকে দূরে রয়েছে সেখানকার সাধারণ মানুষের কী অবস্থা হবে?

মদ্যপায়ীদের নিকট আপন-পর ভেদাভেদ থাকে নাঃ

মদের নেশায় মত্ত হয়ে মদ্যপায়ী যখন নিজেকেই ভুলে যায়, তখন অপরের সম্মান কীভাবে রক্ষা করবে? পর তো পরই, তার তো আপনজনেরও অনুভূতি থাকে না। যেমনটি,

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমি **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উত্তরে ইরশাদ করলেন: "এটি সবচেয়ে বড় গুনাহ

www.dawateislami.net

এবং সকল নষ্টের মূল, মদ্যপায়ী নামায ছেড়ে দেয় এবং (অনেক সময়) তারা **নিজের মা, খালা, ফুফির সাথেও অপকর্ম করে বসে।"**

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আশরিবা, ৫-১০৪, হাদীস নং- ৮১৭৪)

মদ্যপায়ী ও তার বংশধর

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উল্লেখিত বাণী থেকে বুঝা যায় যে, মদ কেবল মদ্যপায়ীর জন্যই ক্ষতিকর নয় বরং এর অমঙ্গল পুরো বংশকেই নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়। বংশের মান-সম্মান মাটির সাথে মিশে যায়, সন্তানেরা সর্বদা নেশাগ্রস্থ মাতাল পিতাকে ঘৃণা করতে থাকে, কেননা তারা চিরকালই পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পিতা থেকে যদি কিছু পায়ও তবে তা কেবল ধমক আর মারপিট। মোটকথা ঘরের পুরো নিয়ম উলট-পালট হয়ে যায়। যেমনটি,

ইমাম আবুল ফরজ আব্দুর রহমান বিন আলী মুহাদ্দিস জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **(ওফাত ৫৯৭ হিঃ)** বলেন: অনেক সময় মদ, মদ্যপায়ীর স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করে দেয় আর সে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে আর তা এভাবে যে, মদ্যপায়ী নেশায় মত্ত হয়ে প্রায় তালাক দিয়ে দেয়, আবার অনেক সময় অবচেতন অবস্থায় শপথও ভঙ্গ করে বসে তখন নিজের হারাম হওয়া স্ত্রীর সাথে অপকর্ম করে বসে। কিছু কিছু সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উক্তি হলো: 'যে ব্যক্তি নিজের কন্যাকে কোন মদ্যপায়ীর সাথে বিয়ে দিলো, মূলত সে যেনো তার কন্যাকে অপকর্মের জন্য উপস্থাপন করলো।" (বাহরুদ দুমু, ২১৫ পৃষ্ঠা)

বৃটেনের এক নতুন গবেষণা অনুযায়ী, এই শিশুরা বড় হয়ে মদ্যপানে অভ্যস্ত হবার সম্ভাবনা দ্বিগুণ হয়ে থাকে, যারা নিজেদের পিতা-মাতাকে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখে থাকে। গবেষণাকারী বৃটেনের প্রতিষ্ঠানটির তথ্য অনুযায়ী, শৈশবে মদ্যপানের অভ্যাসটি তাদের মাতা-পিতার পক্ষ থেকে উপযুক্ত অভিভাবকত্ব না পাওয়ার কারণেও হয়ে থাকে, তাছাড়া বন্ধুদের সহচর্যও মদপানের দিকে ধাবিত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। সবেষণা অনুযায়ী আপনি যতবেশি সময় মদ্যপায়ী বন্ধুদের দিবেন, ততই আপনার মদপানের আশংকা বাড়বে। এই

www.dawateislami.net

গবেষণাটি করতে তের থেকে ষোল বৎসর বয়সের পাঁচ হাজার সাতশ কিশোর-কিশোরীর স্বভাব-চরিত্র ও তাদের অভ্যাসের পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে। তাতে প্রতি পাঁচ জনে একজন এই কথা বলেছে যে, তারা চৌদ্দ বৎসর বয়সে প্রথম মদ পান করে, অথচ তাদের অর্ধাংশ অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার ছয়শ পঞ্চাশ জন কিশোর ষোল বছর বৎসর বয়সে মদ পান করার দাবী করে। বৃটেনে মদ্যপান বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান **'এলকোহল কনসনে'** এর প্রধানের দাবী হলো যে, এই গবেষণা এই বিষয়ের সত্যতা বহন করে যে, শিশুদের জীবনের শুরু থেকেই তাদের ভবিষ্যত জীবনের বিভিন্ন অভ্যাসে তাদের মাতা-পিতার বড় একটা প্রভাব পড়ে। এই রিপোর্টের অনুসন্ধানে সত্যাশ্রয়ী এক রমনীর উক্তি হলো, এই গবেষণা থেকে বুঝা যায় যে, বংশীয় এবং বন্ধু-বান্ধবদের আচার-আচরণ শিশুদের উপর প্রভাব ফেলে।

মদ্যপায়ীদের এড়িয়ে চলার নির্দেশ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং তা তার অনুসারীদেরকে শতাব্দী কাল পূর্বেই এই কথা বলে দিয়েছে যে, অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকাতেই নিরাপত্তা নিহিত। যেমনটি,

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: "যখন মদ্যপায়ী অসুস্থ হয়ে যায়, তখন তাকে দেখতে যাবে না।" (আল আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী, বাবু ইয়াদাতিল ফাসিক, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫২৯) আর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উল্লেখ করেন: "হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: "মদ্যপায়ীদের সালাম করো না।"

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইস্তিযান, ৪/১৭৩)

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মদ্যপায়ীদের সাথে বসবে না, তারা অসুস্থ হলে দেখতে যাবে না আর তাদের জানাযায়ও অংশগ্রহণ করবে না, মদ্যপায়ী কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার মুখ কালো হবে,

www.dawateislami.net

তার জিহ্বা বুকের উপর ঝুলন্ত থাকবে, লালা ঝরতে থাকবে এবং প্রত্যেক প্রত্যক্ষদশীই তাকে ঘৃণা করবে।"

(আল কামিলু ফি দ্বা'ফায়ির রিজাল, নম্বর- ৩৯৯, আল হিকাম বিন আব্দিল্লাহ, ২/৫০২)

কিছু কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: মদ্যপায়ীদের অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া এবং তাদের সালাম করতে নিষেধ করা হয়েছে, এই কারণে যে, মদ্যপায়ী ফাসিক ও অভিশপ্ত। যেমনটি **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন, অতএব যদি সে মদের সরঞ্জামাদি ক্রয় করে মদ তৈরি করে তবে সে দুইবার অভিশপ্ত আর যদি কাউকে পান করায় তবে তিনবার অভিশপ্ত, এই কারণেই তাকে দেখতে যাওয়া এবং তাকে সালাম দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে, তবে সে যদি তাওবা করে তবে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করবেন। **(জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল, ২/৫৮০)**

এতে বুঝা গেলো, সংস্পর্শের একটা প্রভাব অবশ্যই রয়েছে, কেননা নেককারদের সংস্পর্শ নেক এবং গুনাহগারদের সংস্পর্শ গুনাহগার বানায়। তাই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদ্যপায়ীদের সাথে উঠাবসা করা নিষেধ করেছেন। এখানে হযরত সায়্যিদুনা জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত উপদেশ মূলক কিছু মাদানী ফুল উল্লেখ করা উপকারী মনে করছি যে, যা তিনি হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বারংবার অনুরোধের ভিত্তিতে দিয়েছিলেন।

শাহজাদায়ে রাসূল প্রদত্ত মাদানী ফুল:

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল"** কিতাবের **১ম** খন্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছাওরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলাম: "হে **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।" তখন তিনি দু'টি কথা বললেন: "হে সুফিয়ান!

www.dawateislami.net

(১) মানুষ্যত্ববোধ (দয়াও উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করা) মিথ্যুকের জন্য এবং শান্তি হিংসুকের জন্য থাকে না আর (২) ভ্রাতৃত্ববোধ কৃপন ব্যক্তির জন্য এবং নেতৃত্ব চরিত্রহীনদের জন্য নয়। ”

আমি আরয করলাম: “হে রাসূলের শাহজাদা! আরো কিছু বলুন।” তখন তিনি বললেন: “হে সুফিয়ান! (১) **আল্লাহ পাকের** হারামকৃত কাজ থেকে বিরত থাকলে তবে তুমি সফল হবে। (২) **আল্লাহ পাক** তোমার জন্য যা বণ্টন করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে তবে তুমি অনুগত হিসাবে গণ্য হবে। (৩) মানুষের সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করো, যেভাবে তুমি তাদের কাছ থেকে আশা করো, তবে এতে তুমি একজন ঈমানদার ব্যক্তিতে পরিণত হবে আর (৪) গুনাহগারদের সংস্পর্শে বসো না, যেনো সে তোমাকে অপকর্মগুলো শিখিয়ে না দেয়, যেমনটি বর্ণিত আছে, “মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই উচিৎ, কার সাথে বন্ধুত্ব করছে তা দেখা।” **(জামিউত তিরমিযী, কিতাবুয যুহদ, ৪/১৬৭, হাদীস নং- ২৩৮৫)** (৫) আর নিজের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে ভয়কারীদের সাথে পরামর্শ করে নাও। আমি আরয করলাম: “হে রাসূলের শাহজাদা! আরো কিছু বলুন।” তখন তিনি বললেন: “হে সুফিয়ান! যে বংশ ছাড়াই সম্মান এবং ক্ষমতা ছাড়াই প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ও নেতৃত্ব অর্জন করতে চায়, তার উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতার অপমান থেকে বের হয়ে **তাঁর** আনুগত্যে এসে যাওয়া।” তখন আমি আরয করলাম: “হে রাসূলের শাহজাদা! আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন।” তখন তিনি বললেন: “আমাকে আমার আব্বাজান তিনটি বিষয় শিখাতে গিয়ে বলেন: “হে আমার বৎস! (১) যে মন্দ লোকের সহচর্য গ্রহণ করে, সে নিরাপদ থাকে না। (২) যে মন্দ জায়গায় যায়, সে অপবাদের শিকার হয় এবং (৩) যে নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখে না, সে লজ্জিত হয়।”

(জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল, ১/৭৫)

মদ ও শয়তান

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে **আল্লাহ**র স্মরণ ও নামাযে বাধা দেবে। তবে কি তোমরা বিরত হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মোবারাকাটি থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়। (১) মদ, **আল্লাহ**র যিকির এবং নামায থেকে বিরত রাখে এবং (২) শত্রুতা ও প্রতিহিংসার কারণ হয়, কেননা শয়তান হল মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু, যে কখনো মানুষের কল্যাণকামী হতে পারে না বরং সে সর্বদা এই চেষ্টাতেই থাকে যে, কীভাবে মানুষ সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। যেমনটি,

নামায সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই ব্যক্তি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় এক নামায ছেড়ে দিলো, তবে যেনো তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে সবই ছিলো, কিন্তু সবই তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো।" (আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদু আব্দিল্লাহ ইবনে আমর বিন আস্, ২/৫৯৩, হাদীস নং- ৬৬৭১) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় চার (ওয়াক্ত) নামায ছেড়ে দিলো, তবে **আল্লাহ পাকের** উপর হক যে, তাকে **'ত্বীনাতুল খাবাল'** থেকে পান করাবেন।" আরয করা হলো: "**ত্বীনাতুল খাবাল** কী?" ইরশাদ করলেন: "তা হলো জাহান্নামীদের পূঁজ।" (আল মুস্তাদরিক, কিতাবুল আশরিবা, ৫/২০২, হাদীস নং- ৭৩১৫)

তু নশে সে বায আ মত পি শরাব,
দো'জাহাঁ হো জায়েঁ গে ওয়ারনা খারাব

www.dawateislami.net

মদ্যপায়ীদের শয়তান

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৩৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'ফয়যানে** بِسْمِ اللّٰهِ **'** কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: শয়তানের অনেক বংশধর রয়েছে। আর তাদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন, হযরত আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন; আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: শয়তানের নয় জন সন্তান। যেমন: (১) যালীতূন (২) ওয়াসীন (৩) লাকূস (৪) আ'ওয়ান (৫) হাফ্ফাফ (৬) মুররাহ্ (৭) মুসাব্বিত (৮) দাসীম ও (৯) ওয়ালহান। এর মধ্যে হাফফাফ নামক শয়তান মদ্যপায়ীদের সাথে থাকে।

(আল মুনাব্বিহাত লিল আসকালানী, ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

অতএব বান্দা যখন হাফ্ফাফ নামের শয়তানের প্রতারণার শিকার হয়ে **আল্লাহ পাকের** বিধানের তোয়াক্কা না করে শয়তানের সঙ্গ গ্রহণ করে, তখন সর্বপ্রথম তার বিবেক তাকে ছেড়ে দেয়। যেমনটি,

মদ ও বিবেক:

মদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো যে, তা মানুষের ঐ বিবেককে বিলুপ্ত করে দেয়, যা মানুষের সম্মান ও আভিজাত্যের আসল গুণ। মদ যেহেতু উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গুণাবলির ধারক বিবেকের শত্রু, সেহেতু এর দ্বারাই তা নিকৃষ্ট হওয়ার প্রমাণ হয়ে যায়, কেননা বিবেককে এই কারণেই বিবেক বলা হয়, তা বিবেকবানকে এই সকল মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে, যার প্রতি তার মন আকৃষ্ট হয়। সুতরাং বান্দা যখন মদ পান করে, তখন মন্দ কর্ম থেকে বিরতকারী বিবেক বিদুরিত হয়ে যায় আর সে এসকল মন্দ কাজে অভ্যস্থ হয়ে যায়। যেহেতু মদও স্বভাবত সেসব মন্দ কাজেরই একটি, তাই সে কেবল তা পানই করে না, বরং

নেশাগ্রস্থ হয়ে অন্যান্য আরো গুনাহও করে বসে, এমনকি যখন তার বিবেক ফিরে আসে, তখন সে বাস্তবতা জানতে পারে।

(আত তাফসীরুল কবীর, সূরা বাকারা, ২১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৪০০)

প্রস্রাব দিয়ে অযু করা মদ্যপায়ী:

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার গমন এক নেশাগ্রস্থ মদ্যপায়ীর পাশ দিয়ে হলো, সে তার হাতের উপর প্রস্রাব করছিলো আর অযুকারীর ন্যায় তা দিয়ে নিজের হাত ধৌত করছিলো এবং বলছিলো: "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ الْاِسْلَامَ نُوْرًا وَّالْمَآءَ طَهُوْرًا অর্থাৎ সকল প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, **যিনি** ইসলামকে নূর এবং পানিকে পবিত্রকারী বানিয়েছেন।"

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/২৯৮)

মদ্যপায়ীর শেষ না হওয়া লোভ

মদপান করা যেহেতু **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় লিপ্ত হওয়া, সেহেতু বান্দা যখনই এই অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, তখন **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে দূরে সরে গিয়ে আরো অনেক অবাধ্যতার গর্তে পতিত হতে থাকে আর এভাবে মদের প্রতি আসক্তি তার এতই বেড়ে যায় যে, সে মদ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না এবং অন্যান্য গুনাহের বিপরীতে মদ থেকে দূরত্ব সহ্য করতে কষ্ট হয়ে যায়। যেমনটি,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩০০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'আঁসোয়োঁ কা দরিয়া'** এর ২৯২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে মৃত্যুশয্যায় দেখলাম, **যখন তাকে কলেমায়ে তৈয়্যবার তালকীন দেওয়া হচ্ছিলো তখন সে বলছিলো: "তুমিও পান করো, আমাকেও পান করাও।"** (বাহরুদ দুমু, ২১৬ পৃষ্ঠা)

ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী (ওফাত ৯৭৪ হিঃ) তাঁর কিতাব **'আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল**

কাবায়ির' এ এই ধরনের মদ লোভী মানুষ সম্পর্কে বলেন: যেসব বান্দা মদ ব্যতীত অন্যান্য গুনাহে লিপ্ত হয়, যখন তার চাহিদা পূর্ণ হয়, তখন সে সেই গুনাহ থেকে সরে আসে, কিন্তু মদ এমন একটি গুনাহ, যাতে অভ্যস্তরা কখনোই তা থেকে ফিরতে পারে না বরং পান করতে শুরু করলে তবে পানই করতে থাকে, এর আসক্তি বাড়তেই থাকে। আপনারা কি অপকর্মকারীকে দেখেন না, তার চাহিদা একবারই সেই গুনাহের পর শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মদ্যপায়ী যখন মদ পান করা শুরু করে, তখন পান করতেই থাকে। দৈহিক স্বাদ তাকে আবদ্ধ করে নেয় এবং সে আখিরাতের স্মরণ থেকে উদাসিন হয়ে তা ভূলে যাওয়া কথার ন্যায় পেছনে টেলে দেয়। তাই তাকে সেই ফাসিকদের তালিকায় গন্য করা হয়, যারা **আল্লাহ পাক**কেই ভুলে গেলো, তখন **আল্লাহ পাকের** তাকে নিজের প্রাণের প্রতিও উদাসিন করে দিলো। **(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/২৯৮)**

সবচেয়ে বড় গুনাহ:

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং আরো কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের পর একত্রে বসা ছিলেন তখন যেনো সবচেয়ে বড় গুনাহের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিলো কিন্তু তাঁরা তা নির্দ্দিষ্ট করতে পারলেন না, তখন তাঁরা আমাকে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট পাঠালেন, যেনো আমি তাঁর নিকট বিষয়টি জেনে আসি, অতএব তিনি আমাকে বললেন: "সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো মদ পান করা।" ফিরে এসে আমি তাঁদেরকে এই কথা জানালাম, তখন তাঁরা তা মেনে নিতে পারলেন না আর দ্রুত তাঁর নিকট গমণ করলেন, অতএব সবাই তাঁর ঘরে এসে পৌঁছে গেলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا তাঁদেরকে বললেন: **প্রিয় নবী, হুযুর**

পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বনী ইসরাঈলের কোন এক বাদশা এক ব্যক্তিকে বন্দী করলো এবং অধিকার দিলো যে, সে হয়তো মদ পান করবে, না হয় কাউকে হত্যা করবে অথবা অপকর্ম করবে কিংবা শুয়োরের মাংস খাবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে, অতএব সে মদ পান করাই পছন্দ করলো। যখন সে মদপান করলো, তখন সে ঐ সকল কাজ করলো, যা তাকে দিয়ে করাতে চেয়েছিলো।" **(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুল আশরিবা, ৫/২০৩, হাদীস নং- ৭৩১৮)**

অন্ধ মদ্যপায়ী

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'ফয়যানে সুন্নাত'** এর ৩১৯ পৃষ্ঠায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার (অর্থাৎ সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ) খুব ভালভাবে স্মরণ আছে যে, এক লম্পট প্রকৃতির সুঠামদেহী যুবক, জুড়িয়াবাজারে (বাবুল মদীনা, করাচী) কুলির কাজ করতো। সে খুব স্বাস্থ্যবান ও চতুরতার কারণে যথেষ্ট পরিচিত ছিলো। এমন সময় আসল যখন সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো আর অত্যন্ত মনমরা হয়ে ভিক্ষা করতো। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, সে মদ্যপায়ী ছিলো এবং একবার কম দামী মদ পান করার কারণে তার চোখের আলো নিভে গেলো।

করলে তাওবা আউর তু মত পী শারাব হোঁগে ওয়ারনা দো'জাহাঁ তেরে খারাব
জু জুয়া খেলে, পিয়ে না-দাঁ শারাব কবর ও হাশর ও নার মে পায়ে আযাব

(ফয়যানে সুন্নাত, ৩১৯ পৃষ্ঠা)

মদ এবং মৃত্যু:

মদ্যপায়ী মদ পান করে জীবনকে দ্বিগুণ সুখময় করার জন্য, কিন্তু এই নির্বোধ কখনো এটা জানতে পারে না যে, সে বিষকেই প্রতিষেধক মনে করে পান করছে। যেমনটি,

২০০৮ সালের জুলাই মাসে (ভারত) গুজরাটে বিষাক্ত মদ পান করে ১০৭ জন, ২০০৭ সালে (ভারত) কর্নাটক ও তামিল নাড়ু রাজ্যে প্রায় ১৫০ জন মারা যায় এবং বাবুল মদীনার (করাচীর) বাবুল মদীনায় বিষাক্ত মদ ব্যবহার করার ফলে ২০০৭ সালে কেবল তিন দিনেই চল্লিশ জন ব্যক্তি মৃত্যুবরন করে।

এক পশ্চিমা গবেষক বলেন: ১২ থেকে ২৩ বৎসর বয়সে মদ পানে অভ্যস্ত হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৫১ জন ব্যক্তি মৃত্যুর শিকার হয়। পক্ষান্তরে মদ পান করে না এমন ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা দশজন ব্যক্তিও এই বয়সে মৃত্যু বরণ করে না। অপর এক প্রসিদ্ধ গবেষক জানান: বিশ বৎসরের যুবক যাদের ব্যাপারে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকার আশা করা যায়, তারা মদপান করার ফলে ৩৫ বৎসরের অধিক জীবিত থাকতে পারে না এবং বীমা কোম্পানীগুলো পরিসংখ্যান থেকেও সাব্যস্ত হয় যে, মদ্যপায়ীদের বয়স অন্যান্য সাধারণ লোকের তুলনায় শতকরা ২৫ থেকে ৩০ বৎসর কম হয়ে থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মদের এমনই অসংখ্য ক্ষতির কারণে ইসলামে তা চিরতরে হারাম ঘোষনা করেছে।

মদের উপর নিষেধাজ্ঞা লাগানোর চেষ্টা

ইউরোপ যা শতাব্দীকাল থেকেই মদের আবাস, সেখানে মেলনের (Melon) ব্যবস্থাপনা পরিষদ অধিক হারে মদ্যপান বন্ধ করার জন্য কিশোরদের নিকট মদ বিক্রি করার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছে। ষোল বৎসরের কম বয়সের বালক-বালিকা যদি মদ পানের অপরাধে গ্রেফতার হয়, তবে তাদের মাতা-পিতার উপর কম পক্ষে পাঁচশ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে। এক রিপোর্ট অনুযায়ী শহরে এগার বৎসর বয়সের প্রতি তিন জনের একজন মদপান জনিত সমস্যার সম্মুখীন। এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে শতাব্দী কাল যাবৎ **ওয়াইন** (এক ধরনের মদ) স্থানীয় সংস্কৃতির অংশ ছিলো, সেখানে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা মানুষের জন্য একটি আশ্চার্যজনক পদক্ষেপ ছিলো। দেশে যুবক এবং

বিশেষ করে এগার বৎসর বয়সের বালকদের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকা মদ্যপান ভীষণ উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে মদের বার, রেস্তোরাঁ, পিজা ও মদের দোকানগুলোতে ১৬ বৎসরের কম বয়সের শিশুদের নিকট মদ বিক্রি করার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আইন অমান্য করলে পিতা-মাতা বা সেই দোকানদারের উপর জরিমানা ধার্য্য করা হবে, যে তাকে মদ বিক্রি করেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিশ্বের সভ্য দেশের দাবিদার তাদের নতুন প্রজন্মকে মদ পানের ভয়াবহতা থেকে বাঁচানোর জন্য যাথা সম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় মোটা অংকের জরিমানাও জনগণ থেকে উসুল করা হচ্ছে। কিন্তু আসুন! এবার একটু এটা দেখি যে, ইসলাম মদকে বর্জন করার জন্য উম্মতে মুসলিমাকে কিরূপ শিক্ষা দিয়েছে।

আরব সমাজে মদ মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গিয়েছিলো, তাদেরকে তা থেকে দূর করা তেমন সহজ ছিলো না, অতএব ইসলাম সর্বপ্রথম মদপানের কুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেছে, যাতে মদের প্রতি আসক্তি ঘৃণায় পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তারপর ক্রমান্বয়ে তা চিরদিনের জন্য হারাম ঘোষণা করে দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এমন অসংখ্য বাণী আমাদের পথনির্দেশনা হিসাবে বিদ্যমান, যাতে একেবারে স্পষ্টভাবে মদ থেকে দূরে থাকা, এর ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করা এবং তা থেকে বিরত থাকার মাদানী মানসিকতা তৈরির পাশাপাশি আখিরাতের কথা স্মরণ রাখার শিক্ষাও পাওয়া যায়।

মদ্যপায়ী ও তার ঈমান

যারা কুফরের অন্ধকার উপত্যকা থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের সমুজ্জ্বল আলোয় এসে গেছে, তাদের নিকট ঈমানের মহা মূল্যবান সম্পদ অপরিসীম গুরুত্ব ছিলো, কেননা তারা এই মহা মূল্যবান সম্পদটি অনেক কিছু উৎসর্গ করার

বিনিময়েই অর্জন করেছিলো। তাই তাদের বলা হয়েছিলো যে, মদ্যপান পরিহার করে দিন, যেনো এই দুর্গম পথে অর্জিত দুর্লভ মহা মূল্যবান সম্পদটি আপনাদেরই হাতে নষ্ট না হয়ে যায়। যেমনটি,

মদ্যপায়ীর ঈমান সম্পর্কিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাঁচটি বাণী

১. যে ব্যক্তি সকাল বেলা মদ পান করলো, সে সারা দিন মুশরিকের ন্যায় (**আল্লাহ**র স্মরণ থেকে উদাসিন) হয়েই থাকে, এমনকি সন্ধ্যা হয়ে যায় এবং অনুরূপভাবে যদি কেউ সন্ধ্যায় মদ পান করে, তবে সে সারা রাত মুশরিকের ন্যায় (**আল্লাহ**র স্মরণ থেকে উদাসিন) হয়েই থাকে, এমনকি সকাল হয়ে যায়। (আল মুছান্নাফ লি আব্দির রাজ্জাক, কিতাবুল আশরিবাতি ওয়ায যুরূফ, ৯/১৪৯, হাদীস নং- ১৭৩৮৩)

২. অপকর্মকারী যখন অপকর্ম করে তখন সে মুমিন থাকে না, চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন থাকে না আর **মদ্যপায়ী যখন মদপান করে তখন সেও মুমিন থাকে না।** (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭)

৩. যে অপকর্ম করলো কিংবা মদপান করলো, তখন সে নিজের ঘাঁড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেললো, অতঃপর যদি সে তাওবা করে নেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করে নেন।

(সুনানে নাসাঈ, কিতাবু কতইস সারিক, ৭৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৮২)

৪. যে ব্যক্তি মদ পান করে, **আল্লাহ পাক** তার অন্তর থেকে ঈমানের নূর বের করে দেন। (আল মু'জামুল আওসাত, ১/১১০, হাদীস নং- ৩৪১)

৫. যে অপকর্ম করে কিংবা মদ পান করে, **আল্লাহ পাক** তার থেকে ঈমানকে এমনভাবে টেনে নেন, যেমনিভাবে মানুষ তার মাথা দিয়ে জামা খুলে নেয়।

(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুল ঈমান, ১/১৭৬, হাদীস নং- ৬৫)

আন্ধেরী কবর কা দিল সে নেহিঁ নিকলতা ডর,
করোঁ গা কিয়া জু তু নারাজ হো গেয়া ইয়া রব!

গুনাহগার হোঁ মেঁ লায়িকে জাহান্নাম হোঁ,
করম সে বখশ দেয় মুঝ কো না দেয় সাজা ইয়া রব!
বুরাইয়োঁ পে পাশীইমাঁ হোঁ রহম ফরমা দে,
হে তেরে কহর পে হাভী তেরি আতা ইয়া রব!

উদাসিন মদ্যপায়ীদের পরিণতিঃ

প্রিয় নবী, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাময় দরবার থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা যখন মদকে ঈমান বিনষ্টকারী হিসাবে জানতে পারলেন, তখন নিজেদের মহামূল্যবান সম্পদের নিরাপত্তার জন্য মদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং আর কখনো মদের দিকে ফিরেও তাকাননি, কিন্তু যারা ঈমানের এই মহামূল্যবান দৌলতটি ফ্রিতে পেয়ে যায় এবং তাদেকে তা অর্জন করতে কোন প্রকারের কুরবানি দিতে হয়নি, তারা মদ পান করে ঈমানের নিরাপত্তায় অলসতার স্বীকার হয়ে যায়, এরূপ মানুষদের চিন্তা করা উচিৎ যে, তারা কি শয়তানকে এই সহায়তা করছে না যে, সে তাদের ঈমানের দৌলতকে চুরি করে নিয়ে যাক? আহ আফসোস! শত কোটি আফসোস! যদি এই অবস্থায় মৃত্যুর দূত তাদের নিকট এই বার্তা নিয়ে এসে যায় যে, **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিতি এবং কৃতকর্মের জবাবদিহীতার সময় এসে গেছে এবং তাওবা করার সময়ও যদি পাওয়া না যায়, এরূপ লোকদের পরিণতি কী হবে? এমন অলসদেরকে সেই মুহূর্তটি আসার পূর্বেই সজাগ করার জন্য **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি (তাওবা করার পূর্বে) মারা যায়, তবে সে আল্লাহ পাকের দরবারে মূর্তি পূজারীর মতোই উপস্থিত হবে।"**

(আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১/৫৮৩, হাদীস নং- ২৪৫৩)

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মত কর এ্য'তেবার
মওত আ' কর হি রহে গী ইয়াদ রাখ!
গর জাহাঁ মেঁ সো বরস তো জী ভি লে
তো আচানক মওত কা হোগা শিকার
জান জা কর হি রহে গী ইয়াদ রাখ!
কবর মেঁ তানহা কিয়ামত তক রাহে

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "**যে এই অবস্থায় মরলো যে, সে মদ্যপানে অভ্যস্ত, তবে সে 'লাত' ও 'ওয্যা'র পূজারী হিসাবেই মরলো।**" যখন তাকে আরয করা হলো: "মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি দ্বারা কি সেই বান্দাকে বুঝানো হয়েছে, যে সর্বদা মদপান করে নেশাগ্রস্থ থাকে?" বললেন: "না! বরং মদপানে অভ্যস্ত সেই ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যে যখনই মদ পায় পান করে, যদিওবা কয়েক বৎসর পরেও পায়।"

(কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহাবী, ৯২ পৃষ্ঠা। আল কামিলু ফি দুয়াফায়ির রিজাল, নম্বর- ৪৪৫, ৩/১০৪)

হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (তাঁর পিতা থেকে) বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন: "আমি মদ পান করা এবং **আল্লাহ পাক**কে বাদ দিয়ে ঐ স্তম্ভগুলোকে পূজা করাতে কোনই পার্থক্য দেখতে পাই না।"

(সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল আশরিবা, ৮৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৭৬)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১০১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'জাহান্নাম মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল'** এর ৫৫৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: মদ্যপায়ী এবং মূর্তিপূজারী উভয়ই গুনাহের দিক থেকে পরস্পর কাছাকাছি আর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন মদপান হারাম হলো, তখন তাঁদের কেউ কেউ অপর বন্ধুদের নিকট গিয়ে বলতে লাগলেন: "মদ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং একে (গুনাহের দিক থেকে) শিরকের সমতুল্য ঘোষণা দেয়া হয়েছে।"

(আল মু'জামুল কবীর, ১২/৩০, হাদীস নং- ১২৩৯৯)

ঔষধ হিসাবে মদপান করা:

ঔষধ হিসাবেও মদপান করা জায়িয নেই। যেমনটি উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: "একবার আমার কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়লো, তাই তার জন্য একটি মগে (হাতল বিশিষ্ট পাত্র) করে **নবীয** (খেজুরের তাজা রস) বানালাম।" **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন আমার নিকট তাশরিফ আনলেন, তখন সেই **নবীয** টগবগ করে ফুটছিলো (অর্থাৎ এর

উপর ফেনা সৃষ্টি হয়েছিলো), **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করলেন: "হে উম্মে সালামা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا)! এগুলো কী?" আমি সমস্ত ঘটনা আরয করলাম যে, আমার মেয়ে অসুস্থ এবং আমি এই **নবীয** তার জন্য তৈরি করেছি, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ পাক** যা আমার উম্মতের জন্য হারাম করেছেন, তাতে তিনি এর জন্য আরোগ্যও রাখেননি।"

(আল মু'জামুল কবীর, ২৩/৩২৬, হাদীস নং- ৭৪৯)

বুঝা গেলো, যেই বস্তু **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হারাম সাব্যস্ত করেছেন, তাতে কোন আরোগ্য নেই। যেমনটি,

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আবদারী ফারেসী মালেকী প্রকাশ ইবনুল হাজ্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **(ওফাত ৭৩৭ হিঃ)** তাঁরই কিতাব **'আল মাদখালে'** বলেন: উল্লেখিত হাদীসে পাক দ্বারা বুঝা যায়, যে বস্তু হারাম হয়েছে তার উপকারিতার বরকতও শেষ হয়ে যায়। **(আল মাদখাল, ২/৩০৭)**

মদের কারণে ঈমান থেকে বঞ্চিত:

হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল বিন আ'য়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের এক ছাত্রের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলেন আর তার নিকট বসে সূরা ইয়াসিন শরীফ পড়তে লাগলেন। তখন ঐ ছাত্রটি বললো! "সূরা ইয়াসিন পড়া বন্ধ করুন।" এরপর তিনি তাকে কলেমা শরীফের তালকীন (শিক্ষা) দিলেন। সে বললো: আমি কখনো এ কলেমা পড়বো না, "আমি এটার প্রতি অসন্তুষ্ট।" আর একথার পরপরই তার মৃত্যু ঘটল। হযরত সায়্যিদুনা ফুযাইল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের ছাত্রের মন্দ মৃত্যুতে খুবই আঘাত পেলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিজ ঘরে বসে কাঁদতে রইলেন। চল্লিশ দিন পর তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, ফিরিশতাগণ ঐ ছাত্রটিকে জাহান্নামে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি কারণে **আল্লাহ পাক** তোমার মারেফত ছিনিয়ে নিয়েছেন? আমার ছাত্রদের মধ্যে তোমার স্থানতো অনেক উর্ধ্বে ছিলো! সে উত্তর দিলো: তিনটি অপরাধের কারণে; (১)

চোগলখুরী, আমি আমার বন্ধুদের একটা বলতাম আর আপনাকে আরেকটা বলতাম। (২) হিংসা, আমি আমার বন্ধুদের হিংসা করতাম এবং (৩) মদ্যপান, একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য ডাক্তারের পরামর্শে প্রতি বছর ১ গ্লাস মদ পান করতাম। (মিনহাজুল আবেদীন, ১৬৫ পৃষ্ঠা)

ঘুপ আন্ধেরী কবর মেঁ জব জায়ে গা
বে আমল! বে ইন্তিহা ঘাবড়ায়ে গা
কাম মাল ও যর ওহাঁ না আয়ে গা
গাফিল ইনসাঁ ইয়াদ রাখ পছতায়ে গা

যদি ঔষধ হিসাবে মদপান করার এই পরিনতি হয়, তবে ঐসকল লোকদের কি অবস্থা হবে, যারা কোন কারণ ছাড়াই মদ পান করছে? আমরা **আল্লাহ পাকের** নিকট সকল বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

গাধাকে ঘোড়া বানানোর চেষ্টাঃ

কিছু কিছু মূর্খ মদ্যপায়ী মদ পান করে মনকে এই শান্তনা দেয় যে, এ তো মদ নয়, এ তো হুইস্কি, ব্রান্ডি, শেম্পেইন বা বিয়ার আর এভাবেই এই মূর্খ জেনে শুনে গাধাকে ঘোড়া বানানোর চেষ্টা করে থাকে। অথচ গাধা তো গাধাই আর ঘোড়া ঘোড়াই। মদের নাম পরিবর্তন করাতে কিছু আসে যায় না বরং মদ মদই থাকে। অবশ্য! এসব মূর্খদের এই ধরনের মূর্খতাকে **মদীনার তাজেদার, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আজ থেকে শতাব্দীকাল পূর্বে এভাবে ব্যক্ত করেছেন: "আমার উম্মতের কিছু লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে, তাদের মাথার উপর যন্ত্র সঙ্গীত বাজানো হবে এবং বাঈজিরা গান গাইবে, **আল্লাহ পাক** তাদেরকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দিবেন এবং কিছু কিছুকে বানর আর শুয়োর বানিয়ে দিবেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতন, ৪/৩৬৮, হাদীস নং- ৪০২০)

মদ পানের দশটি মন্দ অভ্যাস

ইমাম আবুল ফরাজ আব্দুর রহমান বিন আলী মুহাদ্দিস জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত ৫৯৭ হিঃ) '**বাহারুদ দুমূ**' কিতাবে লিখেন:

১. এটি মানুষের বিবেককে দূর্বল করে দেয়, অনুরূপভাবে সে শিশুদের জন্য আনন্দের খোরাক ও তামাশায় পরিণত হয়। ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি একজন মদ্যপায়ীকে প্রস্রাব করতে দেখি, সে তার মুখে প্রস্রাব মাখছিলো এবং সে বলছিলো: "হে **আল্লাহ**! আমাকে অধিকহারে তাওবাকারী এবং পবিত্র অবস্থায় থাকা লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নাও।" তিনি আরো বলেন: "আমি নেশায় মত্ত এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে বমি করেছিলো এবং কুকুর তার মুখ চাটছিলো, তখন সেই নেশাগ্রস্থ লোকটি কুকুরটিকে বলছিলো: "হে আমার মুনিব! **আল্লাহ পাক** তোমাকে আউলিয়াদের ন্যায় বুযুর্গী দান করুক।"

২. এটি সম্পদকে নষ্ট ও ধ্বংস করে এবং অভাবের কারণ হয়। যেমনটি, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দোয়া করেন: "হে **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধানের কথা জানিয়ে দাও, কেননা তা সম্পদকে নষ্ট করে এবং বিবেককে ধ্বংস করে দেয়।"

৩. এটি বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণ, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِی الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿۹۱﴾

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে এবং তোমাদেরকে **আল্লাহ**র স্মরণ ও নামাযে বাধা দেবে। তবে কি তোমরা বিরত হবে?

www.dawateislami.net

আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: "হে **আল্লাহ**! আমরা ফিরে এলাম।"

৪. মদ, খাবারের স্বাদ এবং বিশুদ্ধভাবে কথাবার্তা বলা থেকে মদ্যপায়ীকে বঞ্চিত করে।

৫. অনেক সময় মদ, মদ্যপায়ীর জন্য তার স্ত্রীকে হারাম করে দেয় এবং এরপরও মহিলাটির পুরুষের সাথে (স্ত্রী হিসেবে) থাকা অপকর্মই। তা এভাবে যে, মদ্যপায়ী নেশায় মত্ত হয়ে তালাক দিয়ে দেয় এবং অনেক সময় তালাকের কথা এমনভাবে ভুলে যায় যে, তার কোন অনুভবও হয় না এবং এভাবে সে হারাম হওয়া স্ত্রীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়।

কিছু কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان থেকে বর্ণিত: "যে ব্যক্তি তার কন্যাকে কোন মদ্যপায়ীর সাথে বিয়ে দিলো, তবে সে যেনো তার কন্যাকে অপকর্মের জন্য উপস্থাপন করলো।"

৬. এটি সকল নষ্টের মূল এবং মদ্যপায়ীকে অনেক গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খুতবায় বলেন: "হে লোকেরা! মদপান থেকে বিরত থাকো, কেননা এটি সকল পাপের মূল।"

৭. এটি মদ্যপায়ীকে গুনাহগারদের আড্ডায় নিয়ে যায়, এর দুর্গন্ধে তার লিখক ফিরিশতারা কষ্ট পায়।

৮. এটি মদ্যপায়ীর জন্য আসমানের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়, চল্লিশ দিন যাবৎ তার কোন আমল উপরে পৌঁছে না, কোন দোয়াও কবুল হয় না।

৯. মদপান মদ্যপায়ীর উপর আশিটি চাবুক ওয়াজিব করে দেয়, সুতরাং সে যদি দুনিয়ায় এই শাস্তি থেকে বেঁচেও যায়, তবে আখিরাতে সকল সৃষ্টির সম্মুখে চাবুক মারা হবে।

১০. এটি মদ্যপায়ীর প্রাণ ও ঈমানকে বিপদে ফেলে দেয়। তাই মৃত্যুকালে তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। (বাহরুদ দুমু, ২১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মদ্যপায়ীর উপর অভিশাপ

রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদের ব্যাপারে দশজন ব্যক্তির উপর অভিশাপ দিয়েছেন: "১. মদ প্রস্তুতকারী, ২. বানানোর আদেশদাতা, ৩. মদ্যপায়ী, ৪. মদ বহনকারী, ৫. বহনের নির্দেশদাতা, ৬. যে পান করায়, ৭. বিক্রেতা, ৮. বিক্রয়ের টাকা ভক্ষণকারী, ৯. ক্রেতা এবং ১০. ক্রয়ের নির্দেশদাতা।"

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বুয়ূ, ৩/৪৭, হাদীস নং- ১২৯৯)

ইমাম মুহাম্মদ বিন ওসমান যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **(ওফাত ৭৪৮ হিঃ) 'কিতাবুল কাবায়ির'** এ বলেন: মদ্যপায়ী ফাসিক ও অভিশপ্ত হয়ে থাকে। যেমনটি **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উপর অভিশাপ দিয়েছেন। অতএব কেউ যদি মদ প্রস্তুত করার নিয়্যতে এমন কোন বস্তু ক্রয় করে যা দ্বারা মদ প্রস্তুত করা হয়, তবে সে একবার অভিশপ্ত হবে আর যদি সে সেই বস্তু ব্যবহার করে মদ প্রস্তুত করে নেয়, তবে সে দুইবার অভিশপ্ত হবে আর যদি প্রস্তুত করার পর অপরকে পান করায়, তবে তিনবার অভিশপ্ত হবে। **(কিতাবুল কাবায়ির, ৯৪ পৃষ্ঠা)**

মদের ফোঁটাকেও ঘৃণা

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: **যদি মদের একটি ফোঁটা কুপে পড়ে যায়, অতঃপর সেই জায়গায় মিনার নির্মাণ করা হয়, তবে সেই মিনারে দাঁড়িয়ে আমি আযান দেব না আর যদি নদীতে মদের ফোঁটা পড়ে, অতঃপর নদী শুকিয়ে গিয়ে সেখানে ঘাস জন্ম নেয়, তবে এতে আমার পশুদের চরাবো না।**

(তাফসীরে কাশশাফ, ২য় পারা, সূরা বাকারা, ২১৯ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৬০)

এক ঢোঁক মদের শাস্তি:

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত এবং হিদায়ত রূপে প্রেরণ করেছেন আর

হুকুম দিয়েছেন যে, গান-বাজনার সরঞ্জামাদি, সারঙ্গি, তবলা ভেঙ্গে ফেলো এবং মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে দাও, যা জাহেলিয়্যতের যুগে পূজা করা হতো, আমার প্রতিপালক আপন ইজ্জতের শপথের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরশাদ করেন: **আমার যেই বান্দা এক ঢোঁক মদও পান করবে, আমি তার পরিবর্তে তাকে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি পান করাবো, তাকে আযাব দেওয়া হোক কিংবা ক্ষমা করে দেওয়া হোক, আর আমার যেই বান্দা আমার ভয়ে মদ পান করবে না, আমি তাকে জান্নাতের পবিত্র সূধা পান করাবো।**

(আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/২৮৬, হাদীস নং- ২২২৮১)

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মেঁ ওয়ার না সাযা হো গি কড়ি

এক বর্ণনায় রয়েছে: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **যে এক ঢোঁকও মদ পান করবে, আল্লাহ পাক তিন দিন পর্যন্ত তার কোন ফরয কিংবা নফল কবুল করবেন না আর যে এক গ্লাস পান করবে, আল্লাহ পাক চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামায কবুল করবেন না আর যে সর্বদা মদ পান করবে, আল্লাহ পাকের প্রতি হক যে, তাকে 'নাহরুল খাবাল' থেকে পান করাবেন।** আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **'নাহরুল খাবাল'** কী? ইরশাদ করলেন: **"দোযখীদের পূঁজ।"** (আল মু'জামুল কবীর, ১১/১৫৪, হাদীস নং- ১১৪৬৫। আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল হুদূদ, ৩/২০৮, হাদীস নং- ৩৬২৬)

মদ্যপায়ীর উপর আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মদ পান করে, **আল্লাহ পাক** চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন এবং সেই মদ্যপায়ী জানে না যে, হয়তো তার মৃত্যু সেই রাতগুলোতে হয়ে যেতে পারে, যদি সে আবারও পান করে, তবে **আল্লাহ পাক** তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন, আর সে জানে না যে, সম্ভবত তার মৃত্যু সেই

রাতগুলোতে হয়ে যাবে আর সে যদি পুনরায় পান করে, তবে **আল্লাহ পাক** তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকেন আর এভাবে একশ বিশ দিন হলো, তারপর সে যদি আবারো পান করে, তবে সে **'রাদগাতুল খাবালে'** থাকবে।" আরয করা হলো: "**রাদগাতুল খাবাল** কী?" ইরশাদ করলেন: "জাহান্নামীদের ঘাম আর পূঁজ।" (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/৩১০। ইবনে মাজাহ, ৪/৬২, হাদীস নং-৩৩৭৭)

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মদ পান করলো, **আল্লাহ পাক** তার উপর চল্লিশ দিন পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকেন না, (সেই সময়ে) যদি সে মারা যায়, তবে কুফর অবস্থায় মরবে[১] আর যদি সে তাওবা করে নেয়, তবে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করবেন এবং যদি সে আবারো মদ পান করে, তবে **আল্লাহ পাকের** উপর হক হলো, তাকে **'তীনাতুল খাবাল'** থেকে পান করাবেন।" আরয করা হলো: "**তীনাতুল খাবাল** কী?" ইরশাদ করলেন: "জাহান্নামীদের পূঁজ।"

(আল মুসনাদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১০/৪৪৩, হাদীস নং- ২৭৬৭৪)

মদ্যপায়ী ও তার নামাযঃ

ইসলাম মদের কুফল থেকে মুসলমানদেরকে দূরে রাখার জন্য অসংখ্য প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে একটি এটাও ছিলো যে, এর সকল মন্দ দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছিলো, যাতে লোকেরা তা থেকে বিরত থাকে। অতএব এসব মন্দ দিকগুলোর একটি দিক এটাও যে, মদ্যপায়ীর চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না।

---

১. মদ্যপায়ীর কাফির হওয়ার জন্য শর্ত হলো যে, সে মদকে হালাল মনে করে পান করা। যেমনটি বাহারে শরীয়াতে বর্ণিত রয়েছে: "যে বস্তুর হালাল হওয়া নসসে কতয়ী বা অকাট্য আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাকে হারাম বলা এবং যেই বস্তুর হারাম হওয়া অকাট্য ভাবে সাব্যস্ত, তাকে হালাল বলা কুফরী, আর এই হুকুমটি দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য পর্যায়ভূক্ত হওয়া, কিংবা অস্বীকারকারী সেই হুকুম সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা।" (বাহারে শরীয়াত, ১/১৭৬) আর মদ হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত।

www.dawateislami.net

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার যে উম্মত মদ পান করবে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না। **(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুল ইমামাতি ওয়া সালাতিল জামাআত, ১/৫৩৭, হাদীস নং- ৯৮৪)**

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"যে মদ পান করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না,** তবে হ্যাঁ! যদি তাওবা করে, তবে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করে নেন, যদি সে দ্বিতীয়বার এরূপ করে, তবে আবারো তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না। তবে যদি আবারো তাওবা করে, তবে **আল্লাহ পাক** এবারেও তার তাওবা কবুল করে নেন আর যদি (তৃতীয়বার) আবারো এরূপ করে, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না, তবে এবারেও যদি তাওবা করাতে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করে নেন কিন্তু যদি চতুর্থবার এমন করে, তখন তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না। এবার সে যদি তাওবাও করতে থাকে, তবে **আল্লাহ পাক** তার তাওবা কবুল করবেন না বরং তাকে **'নাহরুল খাবাল'** থেকে পান করাবেন।" বর্ণনাকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, **'নাহরুল খাবাল'** কী? তখন তিনি বললেন: সেই নদী, যা জাহান্নামীদের পূঁজ দ্বারা প্রবাহিত হবে।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল আশরিবা, ৩/৩৪১, হাদীস নং- ১৮৬৯)

মুজরিমোঁ কে ওয়াস্তে দোযখ ভি শোলআ বার হে
হার গুনাহ কসদান কিয়া হে উস কা ভি ইকরার হে
হায়! নাফরমানিয়াঁ বদকারিয়াঁ বে বাকিয়াঁ
আহ! নামে মেঁ গুনাহোঁ কি বড়ি ভরমার হে

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে মদ পান করলো এবং সে নেশাগ্রস্থ হলো না, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার পেট কিংবা শিরায় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল করা হবে না আর যদি (সেই অবস্থায়) সে মারা যায়, তবে কুফরী অবস্থায় মরলো আর যদি (মদ পান করার ফলে) নেশাগ্রস্থ হয়ে

যায়, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হবে না এবং যদি সেই অবস্থায় সে মারা যায়, তবে কুফরী অবস্থায় মরবে।"

(সুনানে নাসায়ী, কিতাবুল আশরিবা, ৮৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৭৯)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি মদ পান করলো এবং তা তার পেটে ঢুকাল, তবে তার সাত দিনের নামায কবুল করা হবে না, যদি এই অবস্থায় সে মারা যায়, তবে কুফরী অবস্থাতেই মরলো।" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন: "যদি মদ তার বিবেক নষ্ট করে দিলো এবং কোন ফরয চলে গেলো।" অপর এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে: "মদ তাকে কোরআন ভূলিয়ে দিলো, তবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না এবং যদি এই অবস্থায় সে মরে, তবে সে কুফরী অবস্থায় মরলো।"

(আল মারজিউস সাবিক, হাদীস নং- ৫৬৮০)

মুসলমানদের পতনের ১৫টি কারণ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন আমার উম্মত পনেরটি বিষয়কে গ্রহণ করে নিবে, তখন তারা বিপদে পতিত হবে।" আরয করা হলো: "**ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তা কী কী?" তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "(১)... যখন গনীমতকে নিজস্ব সম্পদ (২)... আমানতকে গনীমত এবং (৩)... যাকাতকে ক্ষতিপূরণ বলে মনে করা হতে থাকবে (৪)... মানুষ নিজের স্ত্রীর আনুগত্য এবং (৫)... মায়ের অবাধ্যতা করবে (৬)... নিজের বন্ধু-বান্ধবের সাথে ভাল আচরণ এবং (৭)... পিতার সাথে অসদাচরণ করবে (৮)... মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলবে (৯)... নিকৃষ্টতম লোকেরা তাদের শাসক হবে (১০)... মানুষের অনিষ্টের ভয়ে তাকে সমীহ করা হবে (১১)... **মদ পান করা হবে** (১২)... রেশমী কাপড় পরিধান করা হবে (১৩)... গান-বাজনার জন্য নর্তকী রাখা হবে (১৪)... (ঘরে ঘরে) গান-বাজনার সরঞ্জামাদি রাখা হবে এবং (১৫)... এই উম্মতদের

পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে গালাগালি করবে। **তবে তখন মানুষের উচিৎ যে লাল ঝড় বা মাটিতে ধ্বসে যাওয়া কিংবা চেহারা বিবর্তন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা।**" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, ৪/৮৯, হাদীস নং- ২২১৭)

আযাবের বিভিন্ন ধরন

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ সত্তার শপথ, যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ! আমার উম্মতের কিছু লোক গুনাহ, অহংকার ও দম্ভ এবং খেল-তামাশায় রাত অতিবাহিত করবে আর তাদের সকাল এই অবস্থায় হবে যে, তারা হারামকে হালাল জানাবে, গান-বাজনার জন্য নর্তকী রাখা, মদ পান করা এবং রেশমী পোষাক পরিধানের কারণে বিকৃত হয়ে বানর ও শুয়োরের আকৃতিতে পরিবর্তন হয়ে যাবে।"

(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/৪২৪, হাদীস নং- ২২৮৫৪)

অপর এক বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এই উম্মতের একটি দল খাওয়া-দাওয়া ও খেল-তামাশায় রাত অতিবাহিত করবে কিন্তু সকালে তারা যখন উঠবে, তখন বানর ও শুয়োর হয়ে যাবে, তারা মাটিতে ধ্বসে যাওয়া ও আকাশ থেকে পাথর বর্ষনের শিকার হবে, এমনকি লোকেরা সকালে উঠে বলবে: "আজ রাতে অমুক গোত্রকে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং আজ রাতে অমুকের ঘর ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে।" তাদের উপর অবশ্যই আকাশ থেকে পাথরের বর্ষণ হবে, যেমনটি লূত জাতির গোত্রসমূহ ও গৃহের উপর বর্ষণ করা হয়েছিলো, তাদের উপর অবশ্যই প্রলয়ঙ্কারী এমন ঝড় প্রেরণ করা হবে যেমন আ'দ জাতির গোত্র ও গৃহসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছিলো এবং এমনটি **তাদের মদ পান**, রেশমী পোষাক পরিধান, গায়িকা নর্তকী রাখা, সূদ খাওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে হবে।" (শুয়াবুল ঈমান, বাবুন ফিল মাতায়িমি ওয়াল মাশারিব, ৫/১৬, হাদীস নং- ৫৬১৪)

মদ্যপায়ীর শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী ইবনে হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **(ওফাত ৯৭৪ হিঃ)** তাঁর কিতাব **'আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির'** এ বলেন: **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সকল পাপের মূল মদ থেকে বিরত থাকো! যে তা থেকে বিরত থাকলো না, সে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতা করলো এবং **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতার কারণে শাস্তির হকদার হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَنۡ يَّعۡصِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوۡدَهٗ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَالِدًا فِيۡهَا ۪ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيۡنٌ ﴿۱۴﴾

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যে **আল্লাহ** ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় এবং তাঁর সমস্ত সীমা লংঘন করে **আল্লাহ** তাকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, যার মধ্যে সর্বদা থাকবে। আর তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনার শাস্তি।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ২/৩১৪)

গর তো নারাজ হুয়া মেরি হালাকত হো গি
হায়! মে নারে জাহান্নাম মে জ্বলোঁঙ্গা ইয়া রব
দরদে সর হো ইয়া বুখার আয়ে তড়প জাতা হোঁ
মে জাহান্নাম কি সাযা কেয়সে সহোঁঙ্গা ইয়া রব

মদ্যপায়ীর দুনিয়ায় শাস্তিঃ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বর্ণনা করেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে গাছের ডাল ও জুতো দিয়ে মারেন, অতঃপর আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ চল্লিশ চাবুক মারেন, অতঃপর আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর শাসনামলে লোকেরা শস্য-শ্যামল ও গ্রামের আশেপাশে বসবাস

www.dawateislami.net

করতে লাগলো। তখন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহাবায়ে কিরামদের নিকট মদ্যপানের শাস্তি সম্পর্কে পরামর্শ করেন যে, এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত কি? তখন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মত অনুযায়ী মদ্যপানের শাস্তি আশি চাবুক নির্ধারণ করা হলো। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হুদূদ, ৯৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০৬) আর অপর বর্ণনায় রয়েছে: আশি চাবুকের এই শাস্তি আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰہُ وَجۡہَہُ الۡکَرِیۡم এর পরামর্শে নির্ধারণ করা হয়েছিলো। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল আশরিবা, ২/২৫১, হাদীস নং- ১৬১৫)

মদ্যপায়ীর কবরের শাস্তি:

যে ব্যক্তি মদ পান করা থেকে তাওবা করেনি এবং সেই অবস্থায়ই মারা গেলো, সেই ব্যক্তি সম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "যখন মদ্যপায়ী মারা যায় তাকে দাফন করে দাও, অতঃপর আমাকে একটি গাছে ঝুলিয়ে রেখে তার কবর খনন করো, **যদি তার চেহারা কিবলা থেকে ফেরানো অবস্থায় না পাও, তবে আমাকে সেভাবেই ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিও।**" (কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহাবী, ৯৬ পৃষ্ঠা)

মত গুনাহোঁ পে হো ভাই বে বাক তু
ভুল মত ইয়ে হাকীকত কেহ হে খাঁক তু

হযরত সায়্যিদুনা মাসরুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি চুরি বা মদপান কিংবা অপকর্মে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মারা যায়, তার উপর দু'টি সাপ নিযুক্ত করে দেয়া হয়, যারা তার মাংস ছিড়ে ছিড়ে খেতে থাকবে।

(শরহুস সুদূর, ১৭২ পৃষ্ঠা)

গাফিলো! কবর মেঁ জিস ঘড়ি জাও গে
সাঁপ বিচ্ছু জু দেখো গে চিল্লাও গে
সর পাছাড়ো গে পর কুছ না কর পাও গে
বে হদ আপনে গুনাহোঁ পে পচতাও গে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কবরে ঈমান সাথে থাকলে কবরের কঠোরতা থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে এবং তা জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্যে একটি বাগানেও পরিণত হবে।

মৃত মহিলা কাফন চোরকে থাপ্পড় মারলো:

হযরত আবু ইসহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এক ব্যক্তিকে অর্ধেক চেহারা ঢাকা অবস্থায় দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে আমাকে বললো যে, আমি রাতে কবর খনন করে কাফন চুরি করতাম। এক রাতে আমি এক মহিলার কবর থেকে কাফন চুরি করতে গেলাম, তখন মহিলাটি আমাকে এমন জোরে এক থাপ্পড় মারলো যে, যার চিহ্ন এখনো আমার মুখে রয়ে গেছে। তিনি বলেন যে, কাফন চোরের এই ঘটনাটি আমি ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে লিখে পাঠালাম। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উত্তরে আমাকে বললেন: এই কাফন চোর থেকে কবরবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন। অতএব আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললো: আমি অধিকাংশ কবরবাসীকে দেখেছি যে, তাদের চেহারা কিবলার দিকে থেকে ফেরানো অবস্থায় ছিলো। ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তা জানার পর বললেন: "হায় আফসোস! এরা সেই ব্যক্তি, যাদের মৃত্যু ভাল অবস্থায় হয়নি অর্থাৎ তারা তাদের জীবনে এমন গুনাহে লিপ্ত ছিলো, যা তাদেরকে এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। **(রূহুল বয়ান, সূরা ফুরকান, ২/২৪৯)**

গোরে নিকাঁ বাগ হো গি খুলদ কা,
মুজরিমোঁ কি কবর দোযখ কা গাড়হা।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মন্দ পরিণতি থেকে নিরাপদ রাখুক এবং মুসলিম উম্মাকে মদ্যপানের অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখুক, কেননা এটাও মন্দ পরিণতি ও কবর আযাবের কারণ হতে পারে। যেমনটি,

শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে গেলোঃ

এক বুযুর্গ বলেন: আমার এক সন্তানের মৃত্যু হলো, দাফন করার কিছু দিন পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম যে, তার মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হে বৎস! আমি যখন তোমাকে দাফন করি তখন তো তুমি শিশু ছিলে, এভাবে বৃদ্ধ হয়ে গেলে কেনো?" সে বললো: "হে আমার সম্মানিত আব্বাজান! আমার পাশে এমন এক ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে, **যে দুনিয়ায় মদ পান করতো, তার কবরে জাহান্নামের আগুন এমনভাবে উত্তাপ ছড়ায় যে, গরমের তাপে সকল শিশুই বৃদ্ধ হয়ে গেছে।**"

(কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহাবী, ৯৬ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের গর্দানঃ

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন দোযখ থেকে গর্দানের আকৃতিতে আগুন বের হবে, যার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে, দু'টি কান থাকবে, যা দ্বারা সে শুনবে এবং একটি জিহ্বাও থাকবে, যা দিয়ে সে প্রকম্পিত স্বরে কথা বলবে।

(সুনানে তিরমিযী, ৪/২৫৯, হাদীস নং- ২৫৮৩)

হযরত সায়্যিদুনা আসাদ বিন মুসা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ **কিতাবুয যুহদে** বলেন: সেই গর্দান আকৃতির আগুন বলবে: "আমাকে অবাধ্যদের স্বাদ গ্রহনের আদেশ দেয়া হয়েছে।" অতঃপর সেই আগুন উড়ে গিয়ে পাখিরা যেভাবে মাটিতে পড়ে থাকা খাবার দেখতে পায়, তার চেয়েও দ্রুত **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যদের ধরে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অতঃপর সে বলবে: "যারা **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কষ্টের কারণ হতো, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকেও যেনো মারাত্মক শাস্তি দিই।" আর এভাবে সে সেই কষ্ট প্রদানকারীদেরকেও ধরে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দিবে।

(কিতাবুয যুহদি লি আসাদ বিন মুসা, ৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৭)

যেনো হাশরের ময়দানে জাহান্নাম শিক্ষনীয় ভঙ্গিতে ডাক দিয়ে দিয়ে বলবে:

খোদায়ে রহমানের অবাধ্যরা কোথায়?

খোদায়ে দাইয়ানের দুশমনরা কোথায়?

শয়তানের বন্ধুরা কোথায়?

হে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট প্রদানকারী মদ্যপায়ীরা! মনে রাখবে, কাল কিয়ামতের ময়দানে তোমাদের এই আগুন থেকে বাঁচার কোন উপায়ই থাকবে না, হাশরের ভিড় তোমাকে তার চোখ থেকে বাঁচাতে পারবে না, কেননা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সেই আগুন প্রত্যেক অবাধ্য ও অমান্যকারীকে এমনভাবেই চিনবে, যেমনিভাবে পিতা তার পুত্রকে বা পুত্র তার পিতাকে চিনে।

(কিতাবুয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৪৪)

কিয়ামতের ময়দানে মদ্যপায়ীর ৫টি শাস্তি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব '**নেকিয়োঁ কি জযায়েঁ অওর গুনাহোঁ কি সাযায়েঁ**' এর ২২-৩১ পৃষ্ঠায় ফকীহ আবুল লাইস নসর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **(ওফাত ৩৭৫ হিঃ)** কিয়ামত দিবসে মদ্যপায়ীদের বিভিন্ন শাস্তির কথা আলোচনা করেন। যেমনিভাবে

কিয়ামতের দিন মদ্যপায়ীদের আকৃতি:

১. মদ্যপায়ী কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার চেহারা কালো, চোখ নীল এবং জিহ্বা বুকের উপর ঝুলে থাকবে আর তার লালা রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকবে। কিয়ামতের দিন লোকেরা তাকে চিনতে পারবে। অতএব তোমরা তাদেরকে সালাম করো না। যদি অসুস্থ হয়ে যায় তবে তাদের দেখতে যাবে না এবং মরে গেলে তবে তাদের জানাযার নামায পড়বে না (যদি সে

মদকে হালাল মনে করে পান করে থাকে), কেননা সে **আল্লাহ পাকের** নিকট মূর্তিপূজারীর মতোই।

মৃতের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধযুক্তঃ

২. মদ্যপায়ী কবর থেকে মৃতের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধযুক্ত অবস্থায় বের হবে যে, তার ঘাঁড়ে মদের বোতল ঝুলে থাকবে এবং হাতে মদের পেয়ালা থাকবে, সাপ ও বিচ্ছু তার সারা শরীর আকঁড়ে ধরবে। তাকে আগুনের জুতো পরানো হবে, ফলে তার মাথার মগজ সিদ্ধ হতে থাকবে। তার কবর জাহান্নামের গর্তগুলো থেকে একটি গর্ত হবে, যা ফেরাউন ও হামানের নিকটবর্তী হবে।

লোহার দন্ড দিয়ে সম্ভাষণ

৩. কিয়ামতের দিন ব্যভিচারী ও মদ্যপায়ীকে দোযখের দিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন সে জাহান্নামের নিকট পৌঁছবে, তখন এর দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হবে আর আযাবের ফিরিশতারা লোহার দন্ড দিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানাবে এবং তাকে দুনিয়ার দিনের সংখ্যার সমান দোযখে তাকে মারতে থাকবে অতঃপর তাকে তার আসল ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে আর চল্লিশ বছর পর্যন্ত জাহান্নামীর দেহের প্রতিটি অংঙ্গে বিচ্ছু দংশন করতে থাকবে এবং সাপ তার মাথায় দংশন করতে থাকবে তবুও সে তার নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে না, তখন আগুনের লেলীহান শিখা তাকে শেষ প্রান্তে পৌঁছিয়ে দিবে আর ফিরিশতারা তাকে মারবে, তখন সে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে।

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ؕ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হয়ে যাবে তখন আমি তাদেরকে সেগুলোর স্থলে অন্য চামড়া বদলে দেবো, যাতে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করে।

তারপর সে প্রচন্ড পিপাসায় আর্তনাদ করে বলবে: হায়রে পিপাসা! হায়রে পিপাসা! আমাকে এক বিন্দু পানি হলেও পান করাও। তখন আযাবের

ফিরিশতারা জাহান্নামের ফুটন্ত পানির পেয়ালা তার সামনে উপস্থিত করবে। যখন মদ্যপায়ী পেয়ালায় মুখ লাগাবে তখন তার চেহারার মাংস খসে যাবে। অতঃপর যখন সেই উতপ্ত পানি তার পেটে যাবে, তখন তার নাড়ীগুলোকে কেটে দেবে এবং তা তার গুহ্যদ্বার (পেছনের রাস্তা) দিয়ে বেরিয়ে আসবে। অতঃপর তার নাড়ীগুলো যথাস্থানে ফিরে আসবে আর পুনরায় একই আযাব দেওয়া হবে। এটাই হলো মদ্যপায়ীদের শাস্তি।

মদ্যপায়ীর শাস্তির ভয়ানক দৃশ্যঃ

৪. কিয়ামতের দিন মদ্যপায়ী এই অবস্থায় আসবে যে, তার ঘাঁড়ে মদের পাত্র ঝুলে থাকবে এবং হাতে খেল-তামাশার সরঞ্জামাদি থাকবে, এমনকি তাকে আগুনের শূলীতে চড়িয়ে দেয়া হবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে: "এ হলো অমুকের পুত্র অমুক!" তার মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকবে এবং লোকেরা তাকে অভিশাপ দিতে থাকবে। অতঃপর আযাবের ফিরিশতারা তাকে আগুনের শূলী থেকে নামিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে, যেখানে সে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে। অতঃপর চিৎকার করে বলবে: **"হায়রে পিপাসা! হায়রে পিপাসা!"** তখন **আল্লাহ পাক** দুর্গন্ধময় ঘাম পাঠাবেন তখন সে বলবে: "হে আমার **পালনকর্তা!** আমার থেকে এই ঘাম দূর করে দাও।" কিন্তু তখনো সেই ঘাম দূর হবে না, এমন সময় আগুন চলে আসবে এবং তা জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দিবে।

তারপর **আল্লাহ পাক** তাকে পুনরায় আগুন থেকে সৃষ্টি করবেন তখন সে দাঁড়িয়ে যাবে। তার দুই হাত ও দুই পা বন্ধ থাকবে। তাকে শিকলের মাধ্যমে অধঃমুখে টানা হবে। পিপাসার কারণে চিৎকার করতে থাকবে, তখন তাকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে। ক্ষুধার জ্বালায় ফরিয়াদ করবে, তখন কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ খাওয়ানো হবে, যা তার পেটে টগবগ করে ফুটতে থাকবে।

(দোযখের রক্ষক ফিরিশতা) হযরত মালেক عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট আগুনের জুতো থাকবে, তা মদ্যপায়ীকে পরানো হবে, যাতে তার মাথার মগজ সিদ্ধ হতে থাকবে, এমনকি নাক আর কান দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে। তার চোয়ালের দাঁত আগুনের কয়লার হবে। তার মুখ দিয়ে আগুনের গোলা বের হবে। তার নাড়ীগুলো টুকরো টুকরো হয়ে তার লজ্জাস্থান দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকবে। অতঃপর তাকে অগ্নিশিখার এমন সিন্দুকে রাখা হবে, যার আযাব এক হাজার বছরের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকবে এবং সিন্দুকটি খুবই সংকীর্ণ হবে। তার শরীর থেকে পূঁজ বের হতে থাকবে। তার দেহের রঙ পরিবর্তন হয়ে যাবে। সে ফরিয়াদ করবে: "হে **আমার রব তায়ালা**! আগুন আমাদেরকে শরীরকে খেয়ে ফেললো।"

ধ্বংসই ধ্বংস! সেই ব্যক্তির জন্য, যখন সে ফরিয়াদ করবে তখন তার উপর দয়া প্রদর্শন করা হবে না। যখন সে ডাকবে, তখন তাকে সাড়া দেয়া হবে না। এরপর পিপাসার ফরিয়াদ করবে, তবে হযরত মালেক عَلَيْهِ السَّلَام তাকে ফুটন্ত পানি পান করাতে দিবেন। **মদ্যপায়ী যখন তা ধরবে, তখন তার আঙ্গুল কেটে ঝরে পড়বে এবং যখন তা দেখবে, তখন তার চোখগুলো বিগলিত হয়ে যাবে আর তার গালের মাংসগুলো খসে পড়বে।** অতঃপর এক হাজার বৎসর পর সিন্দুক থেকে বের করা হবে এবং তাকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, যাতে মটকার ন্যায় সাপ ও বিচ্ছু থাকবে। তা তাকে পায়ের নিচে পিষ্ট করতে থাকবে। অতঃপর তার মাথায় আগুনের পাথর রাখা হবে। তার দেহের গ্রন্থিগুলোতে লোহা ঢুকানো হবে। তার হাতে শিকল এবং ঘাঁড়ে বেড়ী থাকবে অতঃপর এক হাজার বৎসর পর কয়েদখানা থেকে বের করা হবে তখন আযাবের ফিরিশতারা তাকে ধরে '**ওয়াইল**' নামক উপত্যাকার দিকে নিয়ে যাবে। **এটি জাহান্নামের উপত্যাকাগুলোর একটি উপত্যাকা, যা অন্যান্য উপত্যাকাগুলো থেকে অধিক উত্তপ্ত ও গভীর। সেখানে সাপ, বিচ্ছুও অধিক। মদ্যপায়ী ব্যক্তি এক হাজার বৎসর যাবৎ এই উপত্যকায় জ্বলতে থাকবে।**

৫. মদ্যপায়ী তার কবর থেকে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার হাঁটুগুলো ফুলে থাকবে এবং তার জিহ্বা তার বুকের উপর ঝুলানো থাকবে আর তার পেটে আগুন নাড়ীভূড়িকে খেতে থাকবে, সে উচ্চ আওয়াজে চিৎকার করতে থাকবে, যে কারণে সমস্ত সৃষ্টিজগত আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়বে আর বিচ্ছুরা তার মাংস পেশীগুলোতে দংশন করতে থাকবে। তাকে আগুনের জুতো পরানো হবে, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। মদ্যপায়ী জাহান্নামে ফেরাউন ও হামানের পাশে থাকবে, তবে যে ব্যক্তি মদ্যপায়ীকে এক গ্রাস আহার করাবে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জাহান্নামে সাপ আর বিচ্ছু লেলিয়ে দিবেন এবং যে তাকে কোন সহায়তা করলো, সে যেন ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যই সহায়তা করলো আর যে ব্যক্তি তাকে ধার স্বরূপ কিছু দিলো, সে যেন মুসলিম নিধনের পক্ষে সহায়তা করলো এবং যে ব্যক্তি মদ্যপায়ীর সঙ্গ অলম্বন করলো, **আল্লাহ পাক** তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবেন, কেননা তার নিকট সম্মান বলতে কিছুই নাই এবং মদ্যপায়ীদেরকে বিবাহ করো না। অসুস্থ হলে দেখতে যেয়ো না। মদ্যপায়ীর উপর তাওরাত, ইনজীল, যাবূর ও পবিত্র কোরআনে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি (হালাল মনে করে) মদ পান করলো, সে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام উপর অবতীর্ণকৃত **আল্লাহ পাকের** সকল বিধি-বিধানকেই প্রত্যাখ্যান করলো এবং মদকে কাফিররাই হালাল মনে করে থাকে আর **আমি** (অর্থাৎ **ইমামুল আম্বিয়া হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তার উপর অসন্তুষ্ট। মদ্যপায়ী পিপাসার্ত অবস্থায় মরবে এবং সে হাজার বৎসর যাবৎ ফরিয়াদ করতে থাকবে: **হায়রে পিপাসা! হায়রে পিপাসা!** সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! মদ্যপায়ী যখন কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দরবারে উপস্থিত হবে, তখন **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের ইরশাদ করবেন: "হে ফিরিশতারা! একে ধরো।" তখন তার সামনে সত্তর হাজার ফিরিশতা প্রকাশিত হবে এবং তাকে অধঃমুখে হেঁচড়াতে থাকবে। (অতঃপর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:) "আমি তোমাদেরকে

www.dawateislami.net

আরো বলছি যে, যে ব্যক্তির অন্তরে পবিত্র কোরআনের একশটি আয়াত মুখস্থ রয়েছে এবং সে যদি মদ পান করে, তবে কিয়ামতের দিন কোরআনে মজীদের হরফগুলো এসে **আল্লাহ পাকের** দরবারে সেই মদ্যপায়ীর সাথে ঝগড়া করবে আর যেই ব্যক্তির সাথে কোরআনে মজীদ ঝগড়া করবে, নিশ্চয় সে ধ্বংস হয়ে গেলো।"

মদ্যপায়ী ও জান্নাতী শরাবঃ

ঐসকল মুমিনকে জান্নাতে পবিত্র শরাব পান করানো হবে, যারা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুনিয়ায় নেশা ও মদের ধারে-কাছেও যাবে না এবং দুনিয়াবী মদের নেশায় মত্ত থাকা মদ্যপায়ী যদি তাওবা না করে এই নশ্বর জগত থেকে চলে যায় তবে জান্নাতের সেই পবিত্র শরাব থেকে বঞ্চিত থাকবে। যেমনটি, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্যই হলো মদ এবং প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম, **যে দুনিয়ায় মদ পান করলো এবং তাওবা না করে মারা গেলো, তবে সে আখিরাতে পবিত্র শরাব পান করতে পারবে না।**"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, ১১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০০৩)

মদ্যপায়ী ও জান্নাতের সুগন্ধ

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতের সুগন্ধ পাঁচ শত বৎসরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের আমলের কারণে গর্ব, অবাধ্য এবং **মদপানে অভ্যস্তরা জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না।**" **(আল মু'জামুস সগীর লিত তাবারানী, ১ম অংশ, ১৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৯)** কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে, মদ্যপায়ীর জন্য শুধু জান্নাতের সুগন্ধিই নয় বরং তার উপর জান্নাতের যে প্রত্যেক নেয়ামতই হারাম হবে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকেম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "চার ধরনের মানুষ এমন, **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

প্রতি অধিকার রয়েছে যে, না তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবে আর না তাদেরকে এর নেয়ামতের স্বাদ নিতে দেবেন: (১) মদ্যপায়ী (২) সূদখোর (৩) অন্যায় ভাবে এতিমের সম্পদ ভক্ষণকারী এবং (৪) মাতা-পিতার অবাধ্য।"

(আল মুস্তাদরিক, কিতাবুল বুয়ু, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২৩০)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না**, মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি আর উপকার করে খোঁটা দেয়া ব্যক্তিও।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: "এই পবিত্র বাণীটি আমার উপর অনেক ভারী হলো যে, মুমিনরাও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়! এমনকি আমি মাতা-পিতার অবাধ্যদের ব্যাপারে কোরআনের এই হুকুমটি পেলাম:

فَهَلۡ عَسَیۡتُمۡ اِنۡ تَوَلَّیۡتُمۡ اَنۡ تُفۡسِدُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ تُقَطِّعُوۡۤا اَرۡحَامَکُمۡ ﴿۲۲﴾

(পারা ২৬, সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে কি তোমাদের এ লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে যে, যদি তোমরা শাসন-ক্ষমতা লাভ করো তবে পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়াবে এবং আপন আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে?

উপকার করে খোঁটা প্রদানকারীদের ব্যাপারে এই হুকুমটি পেলাম:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُبۡطِلُوۡا صَدَقٰتِکُمۡ بِالۡمَنِّ وَ الۡاَذٰی

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! আপন দানকে নিষ্ফল করে দিও না খোঁটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে।

মদের ব্যাপারে এই হুকুমটি পেলাম:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَ الۡمَیۡسِرُ وَ الۡاَنۡصَابُ وَ الۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّیۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ﴿۹۰﴾

(পারা ৭, সূরা মায়িদা, আয়াত ৯০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক তীর অপবিত্রই, শয়তানী কাজ। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করো।

(আল মু'জামুল কবীর, ১১/৮২, হাদীস নং- ১১১৭০)

www.dawateislami.net

মনে রাখবেন! মদ পানে অভ্যস্ত মানে এই নয় যে, যেই ব্যক্তি সব সময় মদ পান করতে থাকে বরং মানে এই যে, যখনই সে মদ পায়, তা পান করে নেয় এবং **আল্লাহ**র ভয়ে মদ পান করা থেকে বিরত থাকে না। (বাহরুদ দুমু, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

তাওবা করে নাও, আল্লাহর দয়া অনেক বড়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাওবার দরজা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই আপন **দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য মদপান করা থেকে তাওবা করে নিন। ঐ ব্যক্তির জন্য বড়ই আফসোস, যে আপন **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**র অবাধ্য করলো এবং তার ঠিকানা দোযখ হলো। যতক্ষণ দেহে প্রাণ বিদ্যমান রয়েছে, তাওবা করার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করুন, কেননা মৃত্যু অবধারিত এবং মাথার উপরই দাঁড়িয়ে আছে। তাওবার ব্যাপারে দ্রুততা অবলম্বন করুন, এর পূর্বে যে, তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

তাওবার দরজা

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** তাওবার জন্য পশ্চিমে একটি দরজা তৈরি করেছেন, যার প্রস্থ সত্তর বৎসরের পথ, তা ততক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হবে না। (সুনানে তিরমিযী, মুসনাদুল কূফিয়্যিন, ৬/৩১৬, হাদীস নং- ১৮১১৬)

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি,
কবর মেঁ ওয়ার না সাযা হো গি কড়ি।

মদ্যপায়ী আল্লাহর অলী হয়ে গেলো

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'ফয়যানে সুন্নাত'** কিতাবের প্রথম খন্ডের ৭৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা বিশর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাওবা করার পূর্বে অনেক বড় মদ্যপায়ী

ছিলেন। হযরত বিশর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একবার মদের নেশায় বিভোর হয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, রাস্তায় এক টুকরো কাগজের উপর তার দৃষ্টি পড়লো, যাতে লিখা ছিলো بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। হযরত বিশর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্মান পূর্বক কাগজটি উঠিয়ে নিলেন এবং আতর কিনে সেটাকে সুগন্ধময় করে একটি উচুঁ জায়গায় আদব সহকারে রেখে দিলেন।

ঐ রাতে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে শুনলেন কেউ যেনো তাকে বলছেন: "যাও বিশরকে বলে দাও, তুমি আমার নামকে সুবাসিত করেছো, সেটাকে সম্মানের উদ্দেশ্যে উচুঁ জায়গায় রেখেছো। এজন্য আমিও তোমাকে পবিত্র করে দিবো।" ঐ বুযুর্গ মনে মনে চিন্তা করলেন, বিশর তো মদ্যপায়ী, হয়ত স্বপ্নে আমি ভুল দেখেছি। সুতরাং তিনি ওযু করে নফল নামায পড়লেন এবং পূনরায় শুয়ে পড়লেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও একই স্বপ্ন দেখলেন, আর এটাও শুনলেন, আমার এই বার্তা বিশর এর প্রতি। যাও তাঁকে আমার বার্তা পৌঁছিয়ে দাও! তাই ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত বিশর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে খুঁজতে বের হলেন। তিনি জানতে পারলেন বিশর মদের আড্ডায় রয়েছেন। তিনি সেখানে পৌঁছে বিশরকে ডাক দিলেন। লোকেরা বললো: বিশর নেশায় বিভোর রয়েছেন। তিনি বললেন: তাঁকে গিয়ে যে কোন ভাবে বলো, এক ব্যক্তি আপনার নিকট কারো বার্তা নিয়ে এসেছেন এবং তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ ভিতরে গিয়ে তাঁকে খবর দিলো। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তাঁকে জিজ্ঞাসা করো তিনি কার বার্তা নিয়ে এসেছেন। ঐ বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: **আল্লাহ পাকের** বার্তা নিয়ে এসেছি। যখন বিশর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এ কথা বলা হলো তখন তিনি আন্দোলিত হয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ খালি পায়ে বাইরে চলে আসলেন। **আল্লাহ পাকের** বার্তা শুনে সত্যিকার অন্তরে তাওবা করলেন এবং এরূপ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গেলেন, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের সাধনার আধিক্যের কারণে খালি পায়ে থাকতে লাগলেন। এজন্য হযরত বিশর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাফী (অর্থাৎ খালি পা সম্পন্ন) উপাধীতে ভূষিত হয়ে গেলেন।

www.dawateislami.net

(তাযকিরাতুল আওলিয়া, ৬৮ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর **আল্লাহ পাকের** রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আদব সম্পন্নরা ভাগ্যবান, বেয়াদব দুর্ভাগা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু **আল্লাহ পাকের** নাম লিখিত কাগজের টুকরার সম্মান করাতে একজন মারাত্মক গুনাহগার ও মদ্যপায়ী **আল্লাহ**র ওলী (বন্ধু) হয়ে গেলেন। তাহলে যাদের অন্তরে **আল্লাহ পাকের** নাম খোদাইকৃত এবং যাদের অন্তর **আল্লাহ**র যিকিরে পরিপুর্ণ ঐ সকল পবিত্র আত্মা সমূহের প্রতি আদবের কারণে আমরা গুনাহগার বান্দারা **আল্লাহ**র অনুগ্রহ ও দয়াতে কেনো সৌভাগ্যশালী হবো না? এছাড়া সকল **ওলী, নবীদেরও আক্বা ও সরদার** অর্থাৎ **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আমাদের **প্রতিপালক আল্লাহ পাকের** কিরূপ পছন্দনীয় হবে। নিঃসন্দেহে কোন সম্মানীত নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সাওয়াব ও প্রতিফল পাওয়ার উপযোগী। হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **আল্লাহ পাকের** নামকে সম্মান করেছেন তাই মর্যাদা পেয়েছেন, তাহলে আজকে আমরা যদি **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নামের সম্মান করি, যেখানে শুনতে পাই চুমু খেয়ে চোখে লাগাই, তাহলে কেনইবা সম্মান পাবো না? হযরত সায়্যিদুনা বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও যখন **আল্লাহ**র নাম দেখলেন সেটাকে আতর লাগালেন তখন তিনি পবিত্র হয়ে গেলেন। যেখানে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হয় সেখানে যদি আমরাও গোলাপ জল ছিটাই তাহলে কেন পবিত্র হব না?

কিয়া মেহেকতে হে মেহেকনে ওয়ালে, বুপে চলতে হে ভটকনে ওয়ালে।
আ-ছিয়ো! থামলো দামান উন্‌কা, উও নেহী হাত ঝটকনে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদ্যপায়ীর ক্ষমা হয়ে গেলো

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **'ফয়যানে সুন্নাত'** প্রথম খন্ডের ৭১ পৃষ্ঠায় এমন এক ঘটনা তুলে ধরেন, যাতে একজন মদ্যপায়ীর গুনাহ ক্ষমা হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

তিনি উদ্ধৃতি করেন: একজন পূণ্যবান ব্যক্তি নেশা করার কারণে নিজের ভাইকে ডেকে নিয়ে শাস্তি দিলেন, ফিরে আসার সময় সে পানিতে ডুবে মারা গেলো। তাকে দাফন করা হলে সেই রাতে ঐ পূণ্যবান ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলেন তাঁর মরহুম ভাই জান্নাতে বিচরণ করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: **"তুমি তো মদ্যপায়ী ছিলে এবং নেশাবস্থায়ই তোমার মৃত্যু হয়েছে, তবে কি ভাবে তোমার জান্নাত নসীব হলো?"**

সে বলতে লাগলো: "আপনার মার খাওয়ার পর যখন আমি ফিরে আসছিলাম তখন রাস্তায় একটি কাগজ দেখলাম, যাতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা ছিলো। আমি ঐ কাগজটি উঠালাম এবং গিলে ফেললাম। তারপর পানিতে পড়ে যাই আর মৃত্যুবরণ করি। যখন কবরে পৌঁছলাম, তখন মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তরে আরয করলাম আপনারা আমাকে প্রশ্ন করছেন অথচ আমার **পরওয়ারদিগারে**র পবিত্র নাম আমার পেটে বিদ্যমান। এরই মধ্যে অদৃশ্য হতে আওয়াজ আসলো: صَدَقَ عَبْدِیْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ অর্থাৎ আমার বান্দা সত্য বলেছে, নিঃসন্দেহে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" (নুযহাতুল মাজালিস, ১/৪১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক ও তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কেউ আমলনামা কালো হওয়ার কারণে **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে এমনভাবে দূরে সরে যায় যে, জীবনেও তাওবা করার সুযোগ হলো না, তবে তার পরিণতি সম্পর্কে শুধু আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। যেমনটি

ভয়ানক কবর সমূহ:

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'কাফন চোর'** রিসালার ৪ থেকে ৭ পৃষ্ঠায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: একবার খলিফা আব্দুল মালিকের নিকট এক ব্যক্তি ভীত অবস্থায় উপস্থিত হয়ে বললো: জাঁহাপনা! আমি বড়ই গুনাহগার। আমি জানতে চাই, আমার জন্য ক্ষমা রয়েছে কি? তখন খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ কি আসমান ও জমিনের থেকেও বড়? সে বললো: হ্যাঁ, বড়। খলিফা বললেন: তোমার গুনাহ কি লওহ ও কলম থেকেও বড়? বললো: হ্যাঁ, বড়। (খলিফা) বললেন: তোমার গুনাহ কি আরশ ও কুরসী অপেক্ষাও বড়? সে বললো: হ্যাঁ, তা অপেক্ষাও বড়। খলিফা বললেন: ভাই! নিশ্চয়, তোমার গুনাহ **আল্লাহ পাকের** রহমত থেকে বড় হতে পারে না। একথা শুনে তার বুকে জমাট বাঁধা তুফান দু'চোখের মাধ্যমে বেরিয়ে আসলো আর সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। খলিফা বললেন: ভাই, পরিশেষে আমারও তো জানার দরকার তোমার গুনাহ কি? সে আরয করলো: জনাব! আপনাকে বলতে আমার খুবই লজ্জা হচ্ছে, তবুও বলছি, হয়তো আমার তাওবার কোন একটা পথ বের হয়ে আসবে। একথা বলে সে, তার ভয়ঙ্কর কাহিনী বলতে শুরু করলো: জাঁহাপনা! আমি একজন কাফন চোর। আজ রাতে আমি পাঁচটি কবর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আর তাওবা করার জন্য এসেছি।

মদ্যপায়ীর পরিণতিঃ

কাফন চুরির উদ্দেশ্যে আমি যখন প্রথম কবর খনন করলাম, তখন দেখলাম মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে ফিরানো ছিলো। আমি ভীত হয়ে যখনি পলায়ন করার জন্য ফিরলাম, তখন গায়েবী আওয়াজ আমাকে অবাক করে দিলো। কেউ আমাকে বলতে লাগলো: ওই মৃত ব্যক্তিকে তার আযাবের কারণ জিজ্ঞাসা করে নাও! আমি ভীত হয়ে বললাম: আমার সাহস হচ্ছেনা, তুমিই বলো। আওয়াজ আসলো: "এ লোকটা মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারী ছিলো।"

কবর রোজানা ইয়ে করতি হে পুকার, মুঝ মে হে কীড়ে মাকোড়ে বেশুমার।

শুয়োরের মতো মৃতঃ

তারপর দ্বিতীয় কবর খনন করলাম। তখন একটি হৃদয় কাঁপানো দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। দেখলাম মৃতের চেহারা শুয়োরের মতো হয়ে গেছে। গলায় ফাঁস ও শিকল সমূহ জড়িয়ে আছে। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "এ লোকটা মিথ্যা শপথ করতো ও হারাম উপার্জন করতো।"

ইয়াদ রাখ মে হোঁ আন্ধেরী কোঠরী, তুঝ কো হো গী মুঝ মে সুন ওয়াহশাত বড়ী,
মেরে আন্ধর তু একেলা আয়েগা, হাঁ মগর আমাল লেতা আয়েগা।

আগুনের পেরেকঃ

তৃতীয় কবর খনন করলাম। তখন তাতেও এক ভয়ানক দৃশ্য ছিলো। মৃত লোকটি গ্রীবার (মাথার পিছনের অংশে) দিকে জিহ্বা বের করে রেখেছিলো। তার শরীরে আগুনের পেরেক প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়েছে। গায়েবী আওয়াজ বলে দিলো: "এ লোকটা গীবত করতো, চোগলখুরী করতো এবং লোকজনকে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিতো।"

নরম বিসতর ঘর পে হি রেহ জায়েঙ্গে,
তুঝ কো ফরশে খাক পর দাফনায়েঙ্গে।

আগুনের ছোবলেঃ

চতুর্থ কবর খনন করতেই আমার চোখের সামনে এক ভয়ংকর দৃশ্য নজরে পড়লো। মৃত লোকটি আগুনের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছিলো আর ফিরিশতারা আগুনের হাতুড়ী দিয়ে তাকে মারছিলো। ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। আমি পালাচ্ছিলাম; কিন্তু আমার কানে এক গায়েবী আওয়াজ গর্জে উঠলো, যাতে বলা হচ্ছিলো: "এ হতভাগা নামায ও রমযানের রোযা পালনে অলসতা করতো।"

যৌবনে তাওবার পুরষ্কারঃ

যখন পঞ্চম কবর খনন করলাম, তখন দেখলাম তার অবস্থা পূর্ববর্তী চারটি কবরের অবস্থার একেবারে বিপরীত। কবর এতই খোলামেলা ছিলো যেনো এক চোখের পথ, মাঝখানে সুদর্শন এক যুবক, সে একটা সিংহাসনের উপর বসা ছিলো। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "সে যৌবনে তাওবা করে নিয়েছিলো। আর নামায-রোযার পরিপূর্ণ অনুসারী ছিলো।"

(তাযকিরাতুল ওয়ায়েযীন, ৬১২-৬১৫ পৃষ্ঠা)

জু মুসলমান বান্দা নেকোকার হে
রব কে মাহবুব কা আশেকে যার হে
কবর ভি উস কি জান্নাত কা গুলজার হে
বাগে ফিরদাউস কা ভি ওয় হকদার হে

মদ্যপায়ীর হেদায়ত প্রাপ্তির কারণঃ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৪১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব '**উয়ূনুল হিকায়াত (অনুদিত)**' এর প্রথম অংশের ১৬৪

পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ বিন হাসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন; একবার আমি হযরত সায়্যিদুনা যুন-নূন মিস্‌রী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কোন একটি পুকুরের পাড়ে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ আমাদের দৃষ্টি একটা বড় আকারের বিচ্ছুর উপর পড়লো, যা পুকুরের পাড়ে বসা ছিলো। ইত্যবসরে একটা বড় আকারের ব্যাঙ পুকুর থেকে বেরিয়ে আসলো, বিচ্ছুটি সে ব্যাঙটির উপর আরোহন করলো। এখন ব্যাঙটি সাঁতরাতে সাঁতরাতে পুকুরের অপর প্রান্তে অগ্রসর হতে লাগলো, এই দৃশ্য দেখে হযরত সায়িদুনা যূন-নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে বললেন: "চলুন আমরাও অপর প্রান্তে যাই, নিশ্চয় সেখানে আশ্চার্য কিছু দেখতে পাবো।"

অতএব আমরা দ্রুতগতিতে পুকুরটির অপর প্রান্তে গেলাম। অপর পাড়ে পৌঁছে ব্যাঙটি বিচ্ছুটিকে নামিয়ে দিলো, বিচ্ছুটি দ্রুতগতিতে একদিকে চলতে লাগলো, আমরাও সেটার পিছু নিলাম। কিছু দূর গিয়ে আমরা এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখলাম! এক যুবক মাতাল অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ একটি অজগর সাপ কোত্থেকে এসে যুবকটির বুকের উপর এসে বসলো। সাপটি যখনই তাকে দংশন করতে চাইলো, তখনই বিচ্ছুটি সাপটিকে আক্রমন করলো। এমন বিষাক্ত ছোবল মারলো, সাপটি বিষের প্রভাবে ছটফট করতে করতে যুবকটির শরীর থেকে দূরে সরে গেলো এবং ছটফট করতে করতে মারা গেলো। বিচ্ছুটি পুকুরের পাড়ে এসে ঐ ব্যাঙটির উপর আরোহণ করে অপর প্রান্তে চলে গেলো।

ফানুস বন কর জিস কি হেফাজত হুয়া করে
উয় শমআ কিয়া বুঝে জিসে রওশন খোদা করে

আমরা তার নিকট এলাম, যুবকটি তখনও মাতাল অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়ে ছিলো। হযরত সায়্যিদুনা যুন-নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে নাড়া দিলেন, তখন সে চোখ খুললো। হযরত সায়্যিদুনা যুন-নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: "হে যুবক! দেখো! পরম করুণাময় **আল্লাহ পাক** কিভাবে তোমার প্রাণ রক্ষা করেছেন! এই যে মৃত সাপটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন, সেটি আপনাকে প্রাণে

মেরে ফেলার জন্য এসেছিল। কিন্তু **আল্লাহ পাক** আপনাকে তার ছোবল থেকে এভাবে রক্ষা করেছেন যে, পুকুরের ঐ পাড় থেকে একটি বিচ্ছু এসে সাপটিকে মেরে ফেলেছে। এভাবে আপনি সাপটির দংশন থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তারপর তিনি সমস্ত ঘটনা যুবকটিকে খুলে বললেন এবং নিচের শেরগুলো পাঠ করলেন:

يَا غَافِلًا وَالْجَلِيْلُ يَحْرُسُهٗ مِنْ كُلِّ سُوْءٍ يَدُوْرُ فِىْ الظُّلَمِ
كَيْفَ تَنَامُ الْعُيُوْنُ عَنْ مَلِكٍ يَأْتِيْكَ مِنْهُ فَوَائِدُ النِّعَمِ

অনুবাদ: "হে অলস! (উঠ) মহান **প্রতিপালক** (আপন বান্দাকে) সেসব ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা দেন যা অন্ধকারে ঘুরাফেরা করতে থাকে। তা সত্ত্বেও তোমার চোখ দুইটি সেই প্রকৃত **মালিক**কে ভুলে গিয়ে কেন ঘুমিয়ে গেলে, **যাঁর** পক্ষ থেকে তুমি অহরহ উপকার লাভ করছো?"

তাঁর প্রভাবময় জবানে এই হিকমতপূর্ণ কথাগুলো শুনার সাথে সাথে যুবকটির অলস-নিদ্রা ভেঙে গেলো। **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাওবা করে নিলো। বলতে লাগলো: "হে আমার **পাক পারওয়ারদিগার**! আমার মত একজন অবাধ্য বান্দার প্রতি তুমি যদি এত বড় দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে তোমার অনুগত বান্দাদের উপর তোমার দয়ার বৃষ্টি কীভাবে বর্ষিত হতে পারে!"

অতঃপর যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হলো। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম: "হে যুবক! আপনি কোথায় যাবেন?" সে বললো: "এখন আমি বনে গিয়ে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত-বন্দেগী করবো। **আল্লাহ**র শপথ! আমি জীবনে আর কখনো দুনিয়ার রঙ-তামাশার দিকে ফিরে তাকাবো না।" এই কথাগুলো বলে সে বনের দিকে রওয়ানা হলো।

থাম লে দামনে শাহে লাওলাক তু,
সাচ্ছি তাওবা সে হো জায়ে গা পাক তু,
জু ভি দুনিয়া সে আক্বা কা গম লে গেয়া,
ওয় তো বাযী খোদা কি কসম লে গেয়া।

www.dawateislami.net

আমরা কেন চিন্তিত?

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আরো বলেন : **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা সবাই মুসলমান আর মুসলমানের সকল কাজই **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিৎ। কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের অধিকাংশই নেকীর পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, সম্ভবত এই কারণেই আমরা বিভিন্ন দুরবস্থার শিকার। কেউ অসুস্থ, কেউ ঋণগ্রস্ত, কেউ পারিবারিক অনৈক্যের শিকার, তবে কেউ অভাব-অনটনে ও বেকার, কেউ নিঃসন্তান, কেউ অবাধ্য সন্তানের কারণে অসন্তুষ্ট। মোটকথা প্রত্যেকেই কোন না কোন বিপদেই আছে। **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন: :

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿۳۰﴾

(পারা ২৫, সূরা আশ শুরা, আয়াত ৩০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তোমাদেরকে যে মুসীবত স্পর্শ করেছে তা তাঁরই কারণে, যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছুতো তিনি ক্ষমা করে দেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতিটি সমস্যার সমাধান **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যেই বিদ্যমান। বর্ণিত আছে: مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللهُ لَه অর্থাৎ "যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** অনুগত হয়ে যায়, তবে **আল্লাহ পাকের** তার অভিভাবক ও সাহায্যকারী হয়ে যান।" **(তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা লুকমান, ৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৬৪)**

নামাযের বরকত

মুসলমানদের জন্য সর্বপ্রথম ফরয হলো নামায, কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের মসজিদগুলো মুসল্লিশূন্য। নিশ্চয় নামায দ্বীনের স্তম্ভ, নামায **আল্লাহ**

পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, নামাযের কারণে রহমত অবতীর্ণ হয়, নামাযের কারণে গুনাহ ক্ষমা হয়, নামায রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করে। নামায দোয়া কবুলের উপায়, নামাযের কারণে রুজি-রোজগারে বরকত হয়, নামায অন্ধকার কবরের প্রদীপ, নামায কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে, নামায বেহেশতের চাবি, নামায পুলসিরাতের জন্য সহজতা আনয়ন করে, নামায জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখে, নামায **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের শীতলতা। নামাযীদের **তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত নসীব হবে এবং নামাযীর জন্য সর্বোত্তম নেয়ামত হলো কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দীদার লাভ হবে।

বে-নামাযীর করুণ পরিণতিঃ

বে-নামাযীর প্রতি **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হন। যে জেনে-শুনে এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করে, তার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখে দেওয়া হয়। নামাযে অলসতা প্রদর্শনকারীকে কবর এমন ভাবে চাপ দিবে যে, তার হাঁড়গুলো ভেঙ্গে চুরে একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে যাবে, তার কবরে আগুন প্রজ্বলিত করে দেয়া হবে এবং তার উপর একটি ন্যাঁড়া সাপ লেলিয়ে দেওয়া হবে, তাছাড়া কিয়ামতের দিন তার হিসাব খুবই কড়াভাবে নেয়া হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আপনারা সত্যিকার ভাবে নামায, রোযাসহ অন্যান্য ইবাদতের নিয়মিত আদায়ের পাশাপাশি মদ ও অন্যান্য গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পেতে চান, তবে এর জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেমনটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে অসংখ্য গুনাহগারের তাওবা করার তৌফিক হয়েছে।

মদ্যপায়ী কীভাবে মুবাল্লিগ হলো?

বাবুল মদীনার (করাচী) এলাকার খারাদারের অধিবাসী এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: আমাদের এলাকায় একজন খুবই অসৎ চরিত্রের লোক থাকতো। তার কুস্বভাবের কারণে তার খুবই বদনাম ছিলো, লোকেরা তাকে অনেক বুঝাতো কিন্তু কারো কথা তার কানে যেতো না। অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি দিন-রাত মদের নেশায় মত্ত থাকতো। দিন-রাত কেবল গুনাহর কাজেই অতিবাহিত হতে লাগলো, একদিন কোন এক ইসলামী ভাই তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো। তার সৌভাগ্য যে, সে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো।

যখনই ইজতিমায় শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুন্নাতে ভরা বয়ান শুরু হলো, সে একেবারেই শান্ত হয়ে গেলো। যখন আবেগময়ী বয়ানের প্রভাব তার কানের ভিতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করলো, তখন সেখান থেকে অনুশোচনার ঝরনা ফেঁটে উঠলো, যা তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুর রূপে প্রবাহিত হতে লাগলো। **আল্লাহ পাকের** ভয়ে তার মাঝে এতোই আবেগ সৃষ্টি হলো যে, বয়ান শেষ হওয়ার পরও সে অনেকক্ষণ যাবৎ মাথা নিচু করে অঝোরে কান্না করতে থাকলো।

তারপর সে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে হুযুর গাউছে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ গোলামীর মালা গলায় পরে নিলো। সে তার বিগত সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে মদকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে নিলো। হঠাৎ করে মদ ছেড়ে দেয়ার ফলে তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেলো, কেউ তাকে পরামর্শ দিলো যে, এভাবে হঠাৎ করেই মদ ছাড়া যায় না, সুতরাং এখন একটু আধটু পান করে নাও, একটু সুস্থতা অনুভব করলে তবে ধীরে ধীরে ছেড়ে দিও, কিন্তু সে মদ পান করতে সরাসরি অস্বীকার করে দিলো এবং কষ্ট সহ্য করে মদ থেকে মুক্তি অর্জন করে নিলো।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেলো এবং চেহারায় সুন্নাত অনুযায়ী দাড়িও সাজিয়ে নিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ তার জীবনের পথই পরিবর্তন করে দিলো। সারা দিন সুন্নাত অনুযায়ী সাদা পোষাকেই দেখা যেতো, সপ্তাহে একদিন এলাকায়ী দাওরায় অংশগ্রহণ করতো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার বরকতে সে এতই মিশুক হয়ে গিয়েছিলো যে, যারাই তার সাথে সাক্ষাত করতো, তারা প্রভাবিত হয়ে যেতো।

একদিন হঠাৎ তার অবস্থা খারাপ হয়ে গেলো, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো, অধিক পরিমাণে বমি ও ডায়রিয়া হওয়ার ফলে খুবই দূর্বল হয়ে গেলো। তার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, হয়তো আর সুস্থ হতে পারবে না। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ কলেমায়ে তাইয়্যিবা لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه পাঠ করলো এবং তার রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো। যখন তার ইন্তিকালের সংবাদ এলাকায় পৌঁছলো তখন তার গুণগ্রাহী প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে খুবই শোকাহত দেখাচ্ছিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই মুবাল্লিগের জানাযায় অসংখ্য ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করেছিলো। তার জানাযার নামায তারই পীর ও মুর্শিদ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পড়িয়েছিলেন। ইসলামী ভাইয়েরা মুরিদের জানাযায় মুর্শিদের আগমনে ঈর্ষার অশ্রুতে অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো।

তার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তার সদকায় আমাদের গুনাহ ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইয়া রব! দিলে মুসল্লম কো ওয় জিন্দা তামান্না দেয়
জু কলব কো গরমা দেয়, জু রূহ কো তড়পা দেয়
ফির ওয়াদিয়ে ফারাঁ কে হার যর্‌রে কো চমকা দেয়
ফির শওকে তামাশা দেয়, ফির যওকে তাকাযা দেয়
মাহরূমে তামাশা কো ফির দীদায়ে বীনা দেয়
দেখা হে জু কুছ মে নে, অওরোঁ কো ভি দেখলা দেয়
ভটকে হুয়ে আহো কো ফির সোয়ে হেরম লে চল
উস শহর কে খোগর কো ফির ওয়াসয়াতে সেহ্‌রা দেয়
পয়দা দিলে ভি'রাঁ মেঁ ফির শোরেশে মাহশর কর
উস মাহমলে খালী কো ফির শাহেদ লাইলা দেয়
ইস দৌর কি যুলমত মেঁ হার কলবে পরীশাঁ কো
ওয় দাগে মুহাব্বত দেয় জু চাঁদ কো শরমা দেয়
রিফআত মেঁ মাকাছিদ কো হামদোশে সুরাইয়্যা কর
খোদ দা'রীয়ে সাহিল দেয়, আযাদিয়ে দরিয়া দেয়
বে লাউছ মুহাব্বত হো, বে বাক সদাকত হো
সীনোঁ মেঁ উজালা কর, দিলে সূরতে মায়না দেয়
এহসাস ইনায়ত কর আছারে মুসিবত কা
এমরোয কি শোরিশ মেঁ আন্দেশায়ে ফর্দা দেয়
মেঁ বুলবুলে নালাঁ হোঁ ইক উজড়ে গুলিস্তাঁ কা
তাছীর কা সায়িল হোঁ, মুহতাজ কো দাতা দেয়!

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আরো মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোদাগাড়ী মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net